রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
ভর্তি চলিতেছে
এর জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৩ ফাল্গুন – ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৬ ঃ ৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 21, 7 March - 13 March, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

করোনা প্রতিরোধে কেন্দ্র–রাজ্য সমন্বয়ের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ শুক্রবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের কোনও নজির না মিললেও রাজ্য জুড়ে করোনা ভাইরাস রুখতে স্বাস্থ্য দফতর তৎপর হয়ে উঠেছে। কারণ ভারতে ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০ জন। দিল্লিতে সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও এই রাজ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জানতে চান। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য সচিব বিবেককুমার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবকে বিস্তারিত জানান। বিমানবন্দর এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারী চলছে। সরকারি বড় হাসপাতাল গুলোতে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলোতে সচেতনতা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে। মাস্ক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। বাজারে এই আতঙ্কের জেরে মুরগির মাংস বিক্রি এবং দাম দুটোই তলানিতে ঠেকেছে। রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ দফতরের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করলেও, মানুষের মনে আস্থা আসছে না।

নবান্নে করোনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজির মুখ্যসচিব(ডানদিকে) সহ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম (বাঁদিকে)।

রাজ্যের স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, পরিবহন সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক দফতর যেমন রেল, বন্দর, বিমান বন্দর সবাইকে নিয়েই করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাদের পরামর্শ মত রাজ্য সরকার করোনা প্রতিরোধ করবে। করোনা নিয়ে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এদিন সবিস্তারে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আবেদন করেছেন অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। দয়া করে কেউ আতঙ্কিত করবেন না। এই বিপর্যয়ের সুযোগে ব্যবসায়ীরা ওষুধ পত্রের দাম বাড়ায়। ঘোলা জলে মাছ ধরতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ওষুধ–পথ্য থেকে শুরু করে মাছের দাম নিয়ে যদি কেউ মানুষকে প্রতারিত করে তাহলে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় আমরা একাধিক জায়গায় স্ক্রিনিং–এর ব্যবস্থা করেছি। এখন পর্যন্ত ৩ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ করোনাতে আক্রান্ত নয়। রাজ্যের ১৫৪১ জন ১৯ টা দেশ থেকে সফর করেছেন। ৩৪ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল কিন্তু কোন পজেটিভ রিপোর্ট নেই। করোনা মোকাবিলায় এদিন একটি কল সেন্টার নম্বর (১৮০০৩১৩৪৪৪২২২) ও একটি হেল্পলাইন নম্বর (২৩৪১২৬০০) খোলা হয়েছে নবান্নে। পাশাপাশি ওয়েব সাইটে প্রতিদিন আপডেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাড়ানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে নজরদারি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের মধ্যে যে সব বিমান চলাচল করে সেখানেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তিনি আরও জানান, আমাদের রাজ্য উত্তর পূর্ব ভারতের গেটওয়ে। ল্যান্ড চেকপোস্ট–এর মধ্যেও স্ক্রিনিং করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব সংস্থা যাতে এক সঙ্গে কাজ করে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

পুরভোট

নবান্ন–রাজভবন সংঘাত শুরু

প্রবীর চক্রবর্তীঃ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেছিল নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও নবান্নের মধ্যে সংঘাত। সংঘাত গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। বিরোধীরাও বিশেষ করে বিজেপি দফায় দফায় নির্বাচন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। আসন্ন পুরভোটে বিরোধীরা এখনো নির্বাচন নিয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য না করলেও পুরো নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল জাগদীপ ধনখড় ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে রাজভবনে ডেকে জানিয়েছেন, নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হয়। আর এতেই ক্ষুব্ধ নবান্ন। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পাল্টা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে দিল্লির কথা ভাবুন রাজ্যপাল। পাল্টা রাজভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তার অধিকার রয়েছে রাজ্যে নির্বাচন নিয়ে কথা বলার, মন্ত্রীরা যেন এভাবে কটুক্তি না করেন। নির্বাচনের দামামা এখনো বাজেনি, বিরোধীরাও মাঠে নামেনি, এরইমধ্যে নির্বাচন কমিশনারকে ডেকে পাঠানো, নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে যাওয়াকে একটু অন্যভাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষজ্ঞ মহল করছে, আসন্ন পুরভোটে বিরোধীদের পাশাপাশি রাজ্যপালকেও সামলাতে হবে রাজ্য সরকারকে।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে বিরোধীরা যখন রাজ্যপালের কাছে গিয়েছে শুধুমাত্র তখনই তিনি তার মতামত জানিয়েছেন। নজিরবিহীনভাবে এই রাজ্যপাল নিজেই উদ্যোগী হয়ে নির্বাচন কমিশনকে ডেকে পাঠিয়েছেন, নির্বাচনের খুটিনাটি জানতে চেয়েছেন, আগেভাগে অনেক পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন। তাই আগামী নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সংঘাত বাড়বে রাজ্য সরকারের।

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবারঃ নয়াদিল্লিতে বেড়ে চলেছে মৃত্যু মিছিল। এখনও পর্যন্ত

গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৫০ ছুঁইছুঁই বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে নতুন কয়েকটি জায়গায় গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ার খবরও মিলেছে। এমতাবস্থায় দিল্লিতে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

রবিবারঃ ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে

তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, আগামী ১৩ মার্চ এই রাজ্য থেকে খালি হওয়া ৫টি আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেই জায়গায় তৃণমূলের চার জনের জয় নিশ্চিত। এই ৪টি আসনের জন্য নাম শোনা যাচ্ছে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নুর, দীনেশ ত্রিবেদী ও মনীশ গুপ্তের। বাম–কং জোটের প্রার্থী হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে সীতারাম ইয়েচুরি বা মহম্মদ সেলিমের।

সোমবারঃ শহিদ মিনারের সমাবেশ থেকে ২০২১ এ বাংলায়

ক্ষমতায় আসার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এও জানিয়েছেন, আগামী এপ্রিল থেকে রাজ্যে আসা বাড়িয়ে দেবেন তিনি। পুজোর পর থেকে সেই গতি আরও বাড়বে।

মঙ্গলবারঃ বিজেপির মিছিল থেকে কলকাতার রাজপথে স্লোগান

উঠল গোলি মারো শালে কো। তার জেরে দ্রুত ব্যবস্থা নিল রাজ্য। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ বিজেপি কর্মীকে।

বুধবারঃ করোনা ভাইরাস নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী। অহেতুক আতঙ্কিত হতে মানা করেছেন দেশবাসীকে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এও জানিয়েছেন কেন্দ্র ও দেশের প্রতিটা সরকার করোনা মোকাবিলায় একযোগে কাজ করছে।

বৃহস্পতিবারঃ দীর্ঘ ৭ মাস পর কাশ্মীর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার

ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। ফলে মুক্ত হল ইন্টারনেট লব্ধ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি জরুরি মাধ্যম।

শুক্রবারঃ নির্ভয়া কাণ্ডের চার অভিযুক্তের ফাঁসির দিন ধার্য করা

হল আগামী ২০ মার্চ, সকাল সাড়ে পাঁচটা। ওয়াকিবহাল সূত্রে এও জানা গিয়েছে দণ্ডিতদের পক্ষে নিজেদের বাঁচানোর আর কোনও পথ খোলা নেই।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নদীতে পলি কাটা বন্ধ সমস্যায় মৎস্যজীবীরা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হুগলি নদী তীরবর্তী ডি–রায়পুর, গজাপোয়ালী, বুড়ুল এলাকার প্রায় এক হাজার মৎস্যজীবী নদীর পলি কাটতে না পারায় বেজায় সমস্যায় পড়েছেন। মাস তিনেক আগে থেকে মাঝিরা আর বুড়ুল এলাকার চড়া থেকে সাদা পলি বা বালি কাটতে পারছেন না। কারণ থানা প্রশাসন তাদের নিষেধ করেছে। উর্দ্ধতন সরকারি কর্তৃপক্ষ ডায়মন্ড হারবার থেকে রায়পুর এলাকায় কোথাও বালি বা পলি কাটতে দিচ্ছে না। স্থানীয় বালি ব্যবসায়ীরা জানালেন, ভূমি সংস্কার দফতরে রেভিনিউ দিয়ে তারা ব্যবসা করতো। কিন্তু কী কারণে প্রশাসন বালি কাটা বন্ধ করল আমরা বুঝতে পারছি না। বুড়ুল–গদাখালী এলাকায় মৎস্যজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু নদীতে সে ভাবে আর মাছ না থাকায় তাঁরা নৌকা নিয়ে বুড়ুলে পলি বা বালি কাটতে যেতেন। এক নৌকা বালি কাটলে ৭০০–৮০০ টাকা মজুরি পেতেন, তিনজন শ্রমিক ভাগ করে সেই অর্থ পেতেন। তাতেই রুজি রোজগার হতো। এখন গদাখালী এলাকায় নদীর পাড়ে সার সার নৌকা। সংসারের অভাব আরও গভীর হয়েছে। সূত্রের খবর ডায়মন্ড হারবারে যখন প্রধান সড়ক ধ্বসের কবলে পড়ে প্রশাসনের নির্দেশে সেই সময় থেকে বালি কাটা বন্ধ হয়ে যায়। ডি–রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামাণিক জানালেন, গদাখালী–রায়পুর এলাকার মৎস্যজীবী মানুষরা খুব সমস্যায় আছেন, তারা যাতে আবার পলি কাটতে পারে, তার জন্য সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে জানিয়েছি। তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলেছেন। রাজকুমার বাবু বলেন, এখানে পলি কাটার ফলে নদীর নাব্যতা যেমন বজায় থাকে, তেমনি দরিদ্র মানুষদের জীবিকারও উপায় হয়। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস বলেন, ওই ব্যাপারে আমার কাছে কোনও খবর নেই। সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানান, বিষয়টি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে জানানো হয়েছে।

ধর্নায় ঠিকাদাররা উন্নয়ন লাটে উঠেছে

কিংশুক দত্ত, দিনহাটাঃ দিনহাটার নাজিরহাট ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে ধর্নায় বসেছেন ঠিকাদারদের। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিডিও অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের ১৩ লক্ষ টাকা বকেয়া বিল বিডিও অফিস থেকে পাশ হলেও প্রধান বিলে সই না করার জন্য সেই টাকা পাচ্ছেন না ঠিকাদাররা। আন্দোলনকারী ঠিকাদারদের অভিযোগ, বিলের ২০ শতাংশ টাকা কাটমানি না দেওয়া পর্যন্ত প্রধান বকেয়া ওই বিলে সই করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

অবিলম্বে পাশ হওয়া বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে বুধবার দুপুর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরের দরজায় তালা লাগিয়ে ধর্নায় বসেছেন আন্দোলনকারী ঠিকাদাররা। অভিযোগ, ঠিকাদারদের কাছে ২০ শতাংশ কাটমানি চাওয়া নিয়ে দিনহাটা ২নং ব্লকের বিডিওকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানালেও কোনও সুরাহা হয় নি। এরপর পাঁচের পাতায়

জমিজটে আটকে ব্রিজের রাস্তা ঝুঁকির যাতায়াত, প্রশাসন উদাসীন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দীর্ঘদিন ধরেই জমিজটে আটকে ব্রিজের রাস্তা। অগত্যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষজন। অথচ প্রশাসন উদাস।জয়নগর ও ক্যানিংয়ের একমাত্র সংযোগকারী মাধ্যম পিয়ালী নদীর উপর ঢোষা ব্রিজ।

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে এই ব্রিজটি । বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনাও ঘটে।এই ব্রিজ দিয়েই জয়নগর,বারুইপুর ,ক্যানিং,কুলতলি,মগরাহাট সহ

অন্যান্য বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন সহ এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করেন। যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

তখন বামফ্রন্ট সরকার সূর্যাস্তের মতো প্রায় অস্তাচলে। বামফ্রন্টের শেষলগ্নে তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই ব্রিজটি সংস্কার করেন নি। পাশেই পিয়ালী নদীর উপর একটি নতুন ব্রিজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয় ব্রিজটি তৈরির জন্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্য ভোগাতে পারে শাসকদলকে

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : রাজ্যের পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভা করেন। সেখানে রাজ্যের পুরসভাগুলির যে সমস্ত কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাদের টিকিট না দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এমনকি এবারের নির্বাচনী ‘সিস্টেম মেকার’ প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকেরও অভিমত নেত্রীর নির্দেশিকার পক্ষেই। কিন্তু নেত্রীর সেই ঘোষণা অনুযায়ী প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশিকা কতখানি মান্যতা পাবে, এ নিয়ে ব্যাপক সংশয় আছে খোদ শাসকদলের অন্দরেই। এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জনৈক তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, ‘বর্তমান তৃণমূলের যে সমস্ত পঞ্চায়েত মেম্বার ও পুর কাউন্সিলর রয়েছেন, তাদের এত ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, এত অহঙ্কার তা সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি দলীয় কর্মী, সমর্থকরাও মানতে পারছেন না। এ সত্ত্বেও যদি তারা এবার আবার টিকিট পায়, তাহলে গত লোকসভা নির্বাচনে যেমন ফল হয়েছিল, পুর নির্বাচনেও তার পুনরাবৃত্তি হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নেতাদের অহঙ্কারের কথা মনে করিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি আসরে নেমে কাটমানি ফিরিয়ে দেওয়ার ফতোয়াও জারি করেন। যার ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বেশ কিছু কাউন্সিলর ঘরছাড়াও হন। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার তারা ঘরে ফেরেন। এখনও সে প্রশ্ন বেশ কিছু পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডেই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বাংলার আবাস যোজনার ঘর দেওয়া নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ জমে আছে।’ তবে অভিযুক্তদের অনেকেই আবার স্থানীয় নেতা থেকে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদ্বির করছেন। কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট বা পার্শ্ববর্তী বিধায়ককে দিয়ে তরী পার হওয়ার কথাও ভাবছেন বলে সূত্রের খবর। এ প্রসঙ্গে বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, ‘মানুষের মনে যে সেন্টিমেন্টগুলো রয়েছে, সেগুলোকে মাথায় রাখতে হবে, আরও বিনয়ী হতে হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মোদী আসলে সব হবে : বাংলাদেশকে শ্রিংলার বার্তা

আশরাফুল ইসলাম

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে দু’দিনের সফরে ঢাকা ঘুরে গেলেন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ইতিপূর্বে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শ্রিংলার এই সফরকে নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। সফরে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মোদী সরকারের অবস্থান তুলে ধরে ঢাকাকে বেশ কিছু বার্তা দেন বিদেশ সচিব।

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির সাম্প্রতিক সহিংসতা, সীমান্তে হত্যা, এনআরসি সহ দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তির মতো সংকটের মাঝে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক দিল্লির সহিংসতার উত্তাপ বাংলাদেশেও ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় কিছু গোষ্ঠী প্রকাশ্যে মোদীর সফরের প্রশ্ন তুলেছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে চেনাজানা ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার এই সফরকে দূরত্ব কমিয়ে আনার প্রয়াস’ হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকায় কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে গণমানুষের মাঝেও তার বিচরণ ছিলো। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি ২০২০) ঢাকায় পা দিয়েই পুরনো দৃশ্যপটে দেখা গেল হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে। সফরের প্রথম দিনেই তিনি ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ: ভারত–একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যত’– শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে

কথা বলেন। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসারও জবাব দেন তিনি।

আলোচিত এনআরসি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের উদ্বেগের বিষয়ে শ্রিংলা বলেন, নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে এবং অনেকগুলো অভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা থাকায় এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দুই দেশেরই কিছু ঘটনা কারণে বা অকারণে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো অসমে নাগরিকপঞ্জি হালনাগাদকরণ, যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।’

বিদেশ সচিব আরও উল্লেখ করেন, অসমে যে নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) হালনাগাদ করা হয়েছে, সেই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরিই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) বারবার বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আশ্বস্ত করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের উপর এর কোনো প্রভাব থাকবে না। আমরা এই ব্যাপারে আপনাদের আশ্বস্ত করছি।’ বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তা পানি চুক্তির প্রসঙ্গেও কথা বলেন শ্রিংলা। বিদেশ সচিব বলেন, তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে দুই দেশেরই আগ্রহ রয়েছে। এটা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ চলছে। এই বছরের মধ্যেই তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

সীমান্তে হত্যার বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের বিষয়ে আশ্বস্ত করে ভারতের বিদেশ সচিব জানান, সীমান্তে হত্যা বন্ধে চেষ্টা চালাবেন তিনি। ভারতকে ফেনী নদীর পানি দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করে শ্রিংলা বলেন, আরো কয়েকটি নদী আছে, সেটা আমরা মোটামুটি ফাইনালাইজড করে ফেলেছি এবং আশা করছি, প্রধানমন্ত্রী মোদি আসলে সব হবে। আপনারা গতবারে আমাদের ফেনী নদীর কিছু সাহায্য করেছেন এবং এখন ভারতের প্রয়োজন আপনাদেরকে সাহায্য করা। এবার আমরা আপনাদের প্রতিদান দিতে চাই।’

দুই দিনের সফরে বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। আগামী ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদযাপনে নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও বিশ্বনেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 21, 7 March - 13 March, 2020

অস্বাভাবিক ছন্দে বাড়ার পর স্বাভাবিক পতন সূচকে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

বিগত এক–দেড় মাসে যেভাবে সূচক জোর বেড়েছে তা খুব একটা স্বাভাবিক ছন্দে হয় নি। অন্তত যারা শেয়ার বাজারে ব্যাকরণ মেনে কাজ করে থাকেন তাদের কাছে বাজারের এতটা বৃদ্ধি তো নিশ্চিতভাবে অন্য মানে বহন করছে। এমন কোনও কারণ ঘটেনি যে এই অল্প সময়ের ব্যবধানে এতটা বাড়তে হবে বাজারকে। অনেকে বলছেন, সূচকের গত কোয়ার্টারের ইতিবাচক অবস্থানের কথা। ইতিমধ্যেই তো নিফটি ও সেনসেক্স ১১০০ পয়েন্ট ও ৪ হাজার পয়েন্ট বেড়েছে। আর কতটা ওপরে যাবে এই সূচক জোর। এবার তো একটু ব্রেক নিতে হবে নাকি। না হলে তো অর্থবাজারের রুটিন টাই বিগড়ে যাবে। এই জায়গাতেই নিচে আসা শুরু হয়েছে অর্থবাজারে। আপাতত ১২,৩০০ থেকে ১১,৩০০। মানে হাজার পয়েন্ট ঝরিয়ে ফেলেছে নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও খুইয়েছে সাড়ে ৩ হাজারের মতো পয়েন্ট। এই মুহূর্তে বাজারের ওপর সবথেকে বড় প্রভাব ফেলেছে করোনা ভাইরাস নিয়ে বিশ্বজোড়া আতঙ্ক। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া এই বিপদ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে জারি হয়েছে কঠোর সতর্কতা। তার প্রভাবে সারা বিশ্বের বাজারেই ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গিয়েছে। আমেরিকার ডাও জোন্স, ন্যাসডাক, জার্মানের ড্যাক্স, ফ্রান্সের ক্যাক, জাপানের নিকেই, চিনের হ্যাংসেং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি বাজার পড়েছে পতনের মুখে। যার থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাদ যায় নি ভারতের নিফটি, সেনসেক্সের মতো সূচকও।

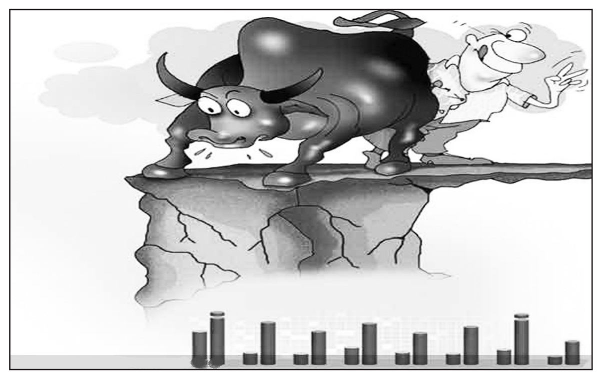

ভারতীয় বাজার তো বটেই সারা বিশ্বেই প্রথম পরিবর্তন সংগঠিত হতে থাকে হাতে–কলমের শেয়ারের যুগের অবসান হওয়ার পরে। একটা সময়ে ভারতের অন্য শহরের মতো কলকাতার ডালহৌসির গলি গলিতে রমরমা ছিল ফিজিক্যাল শেয়ারের। একজন বিনিয়োগকারী বা সাধারণ ট্রেডার সঠিক কোন দামে তার ব্রোকার শেয়ার কিনে দিচ্ছে তা ধরতে পারতেন না। তাঁদের যে দামেই শেয়ার দিত ব্রোকার তাই ভালো মনে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরেও চলে যেতেন। এভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল শেয়ারের আমল থেকেই অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। তবে এটা ঠিক সেই পুরনো দিনেও এমন অনেক ব্রোকার ছিলেন যারা তাদের গ্রাহকের সঙ্গে কখনও বেইমানি করেননি।

বাজারে ঘুরলে এরকম অনেক খুচরো বিনিয়োগকারীর দর্শন পাওয়া যায় যারা নিজেদের পুঁজির একটা বড় অংশ ভালো সংস্থার শেয়ার কিনে ডিপি বা ডিম্যাটে ফেলে রাখে। কখনই সেগুলি তারা বেচে না। বরং সেই শেয়ারের থেকে প্রাপ্ত বোনাস এবং ডিভিডেন্ড পেতে বেশি অভ্যস্ত থাকেন। লগ্নির একটা অংশ এরা আবার সংরক্ষিত রাখেন রোজকার কেনাবেচা বা ডেইলি ট্রেডিংয়ের জন্য। যাকে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত লাভ করা সম্ভব, প্রকারান্তরে ক্ষতির দিকটাও কোনও অংশে কম নয়। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে একটা পরিচিত শব্দ প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হল স্টপ লস। প্রফিট বা লাভের ফসল ঘরে তোলার মতো লস বুক বা ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে দামে কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে তার থেকে যদি নিচে আসতে শুরু করে তা তবে অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় একবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

পরিবর্তনের এই ধারার সঙ্গে তামাম বিশ্বের যে সব অর্থবাজার মানিয়ে নিতে পেরেছে তার মধ্যে অগ্রণী নাম ভারত। বস্তুত, আমেরিকা–ইউরোপ, চিন–জাপান ও তাবড় ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের শেয়ার বাজার এখন যথেষ্ট সাবালক। যা তার উত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ধরা পড়ছে। তবে সূচকের এই তুঙ্গি অবস্থানই শুধু নয়, বিভিন্ন অবস্থায় ভারতীয় অর্থবাজারের স্থিতিশীল থাকাও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারের একটা বড় উদাহরণ। যা আগামীতে আরও বাড়ার ওপরেই ভবিষ্যতবাণী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, দুনিয়ায় এখন ভারতের শেয়ার বাজারের মধ্যে সেই উপাদান ভরপুর যা তাকে টেনে তুলতে সাহায্য করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০২০

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করাই ভাল।

এয়ার ইন্ডিয়ায় ১২২ জন কর্মী নিয়োগ

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ১২২ জন কর্মী নেবে এ আই এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস (পূর্বতন এয়ার ইন্ডিয়া এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস)। নিয়োগ কররা হবে কাস্টোমার এজেন্ট, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ও প্যারা মেডিক্যাল এজেন্ট পদে। নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। পরীক্ষার তারিখ ১০ ও ১১ মার্চ। পরীক্ষা কেন্দ্র মুম্বই।

শূন্যপদের বিন্যাস : কাস্টোমার এজেন্ট : ১০০ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। আই এ টি এ ইউ এফ টি এ এ বা আই এ টি এ–এফ আই এ টি আই এ টি এ–ডি জি আর বা আই এ টি এ কার্গো বিষয়ে ডিপ্লোমা করে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ২–৩–১৯৯২ থেকে ১–৩–২০০২–এর মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২১,৩০০ টাকা।

প্যারা মেডিক্যাল এজেন্ট–কাম–কেবিন সার্ভিসেস এজেন্ট : ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সেই সঙ্গে নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা থাকতে হবে। অথবা বি এসসি নার্সিং। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ২–৩–১৯৯০ থেকে ১–৩–২০০২–এর মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২১,৩০০ টাকা।

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (টেকনিক্যাল) : ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা অটোমোবাইল বা প্রোডাকান বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা ভেহিভ্যাল থাকতে হবে। পাশাপাশি, নিয়োগের এক বছরের মধ্যে প্রার্থীকে হেভি মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে হবে। উড়ান–অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ২–৩–১৯৯২ থেকে ১–৩–২০০২ এর মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,৩০০ টাকা।

বয়সের ক্ষেত্রে তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কাস্টোমার এজেন্ট পদের ক্ষেত্রে ১১ মার্চ এবং জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ও প্যারা মেডিক্যাল এজেন্ট পদের ক্ষেত্রে ১০ মার্চ পরীক্ষা হবে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা : সিস্টেমস অ্যান্ড ট্রেনিং ডিভিশন সেকেন্ড ফ্লোর, জি এস ডি কমপ্লেক্স, নিয়ার সহর পুলিশ স্টেশন, এয়ারপোর্ট গেট নম্বর ৫, সহর, আন্ধেরি–ই, মুম্বই–৪০০০৯৯।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aistsl.com পূরণ করবেন যথাযথভাবে

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* এক কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার উপরই সই করে দেবেন।

* ফি বাবদ ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। এটি ‘AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LTD’–র অনুকূলে মুম্বইয়ে প্রদেয় হতে হবে। তফশিলী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে দেবেন।

* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

* আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের সঙ্গে ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

উপরেক্ত নথিপত্রের মূল কপিও ইন্টার ভিউয়ের সময় সঙ্গে রাখবেন, প্রায়জন হতে পারে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মগরাহাট–১ ও অতিরিক্ত মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে ৬০ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নেওয়া হবে। কেবল মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৯১/আই সি ডি এস / এম জি টি–১।

শূন্যপদের বিবরণ : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী : ১৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমতুল। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা : ৪৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

বয়স : ২৮–২–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ১০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://s24pgs.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপর ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

* শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ৯ × ৪ ইঞ্চি মাপের একটি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের উপর পদের নাম ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম লিখে দেবেন। যে কোনও কাজের দিন দরখাস্ত দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : মগরাহাট–১, সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, গ্রাম ও পোঃ উস্থি, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন–৭৪৩৩৭৫। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ।

খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

জীবনবিমায় অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ২১৮ জনকে নেবে লাইফ ইনশিওরেন্স কর্পোরেশন (এল আই সি)। নিয়োগ হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি–সহ বিভিন্ন শাখায়। এক থেকে দু'বছরের প্রবেশন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার : সিভিল : ২৯টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ইলেক্ট্রিক্যাল : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। স্ট্রাকচারাল : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল : ৩টি (সাধারণ ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট : ৪টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি ই বা বি টেক, সঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ–সংক্রান্ত কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি ই বা বি টেক, সঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্ট্রাকচারাল শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম ই বা এম টেক সঙ্গে কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মেকানিক্যাল / ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি ই বা বি টেক, সঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট পদের ক্ষেত্রে বি আর্ক, সঙ্গে অটো ক্যাড সফটওয়্যার বা সমতুল প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে এবং কাউন্সিল অব আর্কিটেকচারে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার : চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি : ৪০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্দী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ইনফর্মেশন টেকনোলজি : ৫০টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৪, আর্তিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধীদের ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। অ্যাকচুয়ারিয়াল : ৩০টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। লিগাল : ৪০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থী এবং ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজভাষা : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য এবং ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই টি শাখার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা ইলেক্ট্রনিক্স শাখায় স্নাতক অথবা এম সি এ অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি।

চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি শাখার ক্ষেত্রে স্নাতক, সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া–র ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে এবং আর্টিকলস সম্পূর্ণ করে তাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়ার অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হতে হবে।

অ্যাকচুয়ারিয়াল শাখার ক্ষেত্রে স্নাতক, সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব অ্যাকচুয়ারিজ অব ইন্ডিয়া বা ইংল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অব অ্যাকচুয়ারিজ থেকে অন্তত ছ'টি পেপার পাশ করে থাকতে হবে এবং বৈধ মেম্বারশিপ থাকতে হবে। ১–২–২০২০ তারিখে আগে প্রার্থীকে উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জন করে থাকতে হবে।

লিগাল শাখার ক্ষেত্রে আসনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এর পাশাপাশি আদালতে আইনজীবী হিসেবে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

রাজভাষার ক্ষেত্রে হিন্দি বা হিন্দি অনুবাদ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সঙ্গে স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে হিন্দি পড়ে থাকতে হবে অথবা সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে ইংরেজি এবং হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–২–২০২০ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩২,৭৯৫–৬২,৩১৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই কররা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সবশেষে থাকবে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৪ এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, হুগলি, কল্যাণী। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (গ্রামার, ভোকাবুলারি, কম্প্রিহেনশন) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। মোট নম্বর ৭০। সময়সীমা ১ ঘন্টা।

মেন পরীক্ষায় ১২০টি প্রশ্ন হবে রিজনিং এবিলিটি, জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইনশিওরেন্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল মার্কেট অ্যাওয়ারনেস এবং সংশ্লিষ্ট শাখা বিষয়ে। মোট নম্বর ৩০০। এর পাশাপাশি থাকবে ইংরেজিতে লেটার ও এসে রাইটিং (লিগাল শাখার ক্ষেত্রে লিগল ড্রাফটিং)। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট। মেন পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.licindia.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০ × ২৩০ পিক্সেলে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালিতে করা সই (১৪০ × ৬০ পিক্সেল ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২৪০ × ২৪০ পিক্সেলে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং প্রার্থীর নিজের হাতে লেখা একটি ডিক্লারেশন (৮০০ × ৪০০ পিক্সেলে ৫০–১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ডিক্লারেশনের বয়ান পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৭০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৮৫ টাকা)। জি এস টি ও ট্রানকাজশন চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ত্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্ট এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবে। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে।

অনলাইন পরীক্ষার কললেটার ২৭ মার্চ থেকে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.licindia.in

শব্দবার্তা ১৭০

১		■	২	৩			৪
	■	■	■		■	■	
৫	৬	■	৭			৮	■
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
■	১১		১২		■	১৩	১৪
১৫	■	■		■	■	■	
১৬					■	১৭	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বাম ও দক্ষিণ উভয় ২। সাধারণ মানুষ ৫। সকল ৭। পায়ের অলংকার ৯। বিখাত এক ‘চৌধুরি’ অভিনেত্রী ১০। স্বর্ণ, হেম ১১। হেঁশেল ১৩। ছোট থালা ১৬। সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন ১৭। অনেক,বহু।

উপর–নীচ

১। অতিশয় ত্রাস ও ভয়ের পরিবেশ ৩। স্নেহ, ভালবাসা ৪। কাপড় চোপড়ের ভাঁজ ৬। পৃথিবী ৭। বইয়ের পৃষ্ঠা ৮। বড় মানুষী বাক্য ১০। শুল্ক, খাজনা ১২। পায়ের গোড়ালি ১৪। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৫। ‘নাই — নাই, দারুণ দহনবেলা’।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬৯

পাশাপাশি : ১। তাইরেনাইরে ৫। খারাবি ৬। রাজকর ৯। শতদল ১০। নিলয় ১১। তত্ত্বাবধারক।

উপর–নীচ : ১। তাম্বূলরাগ ২। নামান্তর ৩। রেখাগণিত ৪। রবি ৭। কবুলিয়ত ৯। শস্ত্রাজীব ৮। বলকারক ১০। নিষ্ক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাজ্য পুলিশে সফটওয়্যার সাপোর্ট পার্সোনেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সফটওয়্যার সাপোর্ট পার্সোনেল পদে ৮ জনকে নেবে রাজ্য পুলিশ। চুক্তিতে নিয়োগ হবে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.wbpolice.gov.in এর পাশাপাশি কম্পিউটারে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র এবং প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র স্ক্যান করে রাখবেন।

স্ক্যান করা প্রয়োজনীয় নথি সহ পূরণ করা দরখাস্ত পাঠাতে হবে এই ই–মেল ঠিকানায় : igpwest@gmail.com দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

ভিন রাজ্য থেকে উদ্ধার পাচার হওয়া একদল মহিলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : সুন্দরবন এলাকার মেয়েদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কিংবা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অন্য রাজ্যে বিক্রি করে দেওয়া ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর তাদের বিক্রি করে জোর করে নামানো হচ্ছে দেহ ব্যবসায়। আর এর পেছনে কাজ করছে একদল দালাল চক্র। আর এবার তাতে আঘাত আনলো বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে বিক্রি হয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করে আনা হলো নারী পাচার চক্রের চারজন মাথা কে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খান সাংবাদিক বৈঠকে এই পাচার চক্রের বিস্তারিত তুলে ধরলেন। তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, মৈপীঠ, কুলতলী, জয়নগর সহ একাধিক থানা

এলাকায় আড়কাটিদের মাধ্যমে কাজের লোভ দেখিয়ে,বা বিয়ের প্রলোভন দিয়ে ভিন রাজ্যে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে সুন্দরবনের মেয়েদেরকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, পাচার চক্র দের ধরতে দেশজুড়ে নারী পাচার বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই কাজ করে পুলিশ। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের একটি দল পুনের পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে ৬ জনকে।

তাঁর মধ্যে একজন যুবতীর বাড়ি ছিল বাসন্তী থানা এলাকায়। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সূত্র ধরে চলতি মাসের ২১ তারিখে বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ কুন্ডু এবং ক্যানিং মহিলা থানার ওসি মুনমুন চৌধুরী সহ ৬ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ পুলিশকর্মী রওনা দেয় পুনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বাসন্তী থেকে বিক্রি হয়ে যাওয়া সেই যুবতীকে। পুনের ফরদখানা থানা এলাকার তিনটি বহুতল থেকে উদ্ধার হয় বিক্রি হয়ে যাওয়া ২৫ জন তরুণী। গ্রেপ্তার করা হয় চারজন মেয়ে পাচারকারীকে। ওদেরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ট্রানজিস্ট রিমান্ডে নিয়ে আসে রাজ্যে। এর পরে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে রোমিও মুনিয়া নায়েক কে পাঁচ দিনের এবং সামু ও বৈজন্তিকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।ধৃত চারজন কে জেরা করে আগামী দিনে পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরকে ও ধরা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

পলিটেকনিক কলেজে অবস্থান বিক্ষোভের জেরে বন্ধ ক্লাস

অরিজিৎ মণ্ডল: নিজেদের একাধিক দাবি নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়ে কলেজের মধ্যে অবস্থান বিক্ষোভ করল পলিটেকনিক কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার গভঃ আই টি আই কলেজের মধ্যে নিজেদের বার্ষিক পুনঃচুক্তি সহ বকেয়া বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে কলেজের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। ফলে ব্যহত হয় কলেজের স্বাভাবিক পরিষেবা।

বিক্ষোভকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি গত ৩ মাস বেতন বকেয়া রয়েছে পাশাপাশি তাদের বার্ষিক পুনঃ চুক্তির প্রক্রিয়াও করা হয়নি। ফলেই বিপাকে পড়েছে তারা। অবশ্য এ বিষয়ে একাধিকবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বার বার জানানোর পরও মেলেনি সুরাহা।

অবশেষে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ বসেছেন কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিরা। এর ফলে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি করতে অনেকটা সমস্যা করতে হচ্ছে । ক্লাস না হওয়াতে কোনও কিছু জানতে পারছে না। এই সমস্যা কবে কাটবে তাও তারা বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে বিক্ষোভ এর ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি কলেজের অধ্যক্ষের। তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও,এমনিতে বলেন বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়টা আমাদের কোনো হাত নেই।

ছাত্রীকে যৌনহেনস্থার অভিযোগে মারধর শিক্ষককে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শিক্ষককে ঘিরে ধরে মারধরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল স্কুলচত্বর। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলপির রামকিশোরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর নিম্ন বুনিয়াদী প্রাইমারি স্কুলে। এদিন স্কুল শুরুর পর থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থ মণ্ডলকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভ চলাকালীন শিক্ষককে ধরে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরে ঘটনাস্থলে আসে কুলপির ওসি তরুণ রায়–সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। কয়েক ঘন্টা পর মন্দিরবাজারের ডিএসপি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকার ঢোকে। বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাধা দেয় বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নির্যাতিতা ছাত্রীদের অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে শিক্ষক পার্থ মণ্ডলকে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে আজ মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নির্যাতিতা দুই ছাত্রীর গোপন জবানবন্দি নেবে আদালত।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকায় পার্থ প্রতিম মণ্ডল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। গত বছরে এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করে। তারপর ওই ছাত্রী স্কুল ছেড়ে দেয়। প্রথমে সেই ছাত্রী কিছু জানায়নি। কিন্তু পরে সব কথা বাড়ির লোককে জানায়। এরপর গত কয়েকদিন ধরে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ২ ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নিগ্রহ করছিল ওই শিক্ষক। স্কুলে আসতে ভয় পেত ওই পড়ুয়ারা। পরিবারের লোকজনরা বিষয়টি জানতে পারেন। এদিন সকাল থেকে শতাধিক অভিভাবক ও গ্রামবাসী স্কুলে হাজির হয়। তারপর শুরু হয় বিক্ষোভ। শিক্ষককে আটকে রাখা হয় ক্লাসের মধ্যে। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ আসার পর বিক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়। শিক্ষককে উদ্ধার করতে বাধা দেয় বিক্ষোভকারীরা।

দৃশ্য দূষণ–পঞ্চায়েতের ব্যর্থতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেলাই পাড়া নিয়োগীপাড়ায় বুথ, সেটি ৬৪ নম্বর বুথ হিসাবে পরিচিত, সেই এলাকায় প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ির পাশ দিয়ে যে ঢালাই রাস্তাটা ধর্মমন্দিরের কাছে মিলেছে, সেই রাস্তা দিয়ে গেলে দেখ যায় রাস্তা সংলগ্ন একটি পানীয় জলের কলের পাশেই পলিথিন দিয়ে ঘেরা একটি শৌচাগার। এ তো প্রদীপের নীচে অন্ধকার। যেখানে সরকার থেকে প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার বানানোর অর্থ দেওয়া হচ্ছে, তাহলে রাস্তার ধারেই এই শৌচাগারটি কেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে। তবে কি যিনি শৌচাগারটি করেছেন তিনি শৌচাগার নির্মাণের জন্য অর্থ পান নি? যদি তাইই হয় তাহলে তো আজব!

পোল্ট্রি ব্যবসা লাটে

করোনা আতঙ্কে ভুগছে অনুষ্ঠান বাড়ি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : চিনে বিপুল পরিমাণ ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস। করোনা আক্রান্তে জর্জরিত চিন। আর তার জেরে মড়ক শুরু হয়েছে চিনে। আতঙ্ক গ্রাস করেছে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু ইতিমধ্যে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে চর্চা শুরু করে দিয়েছে। দেশ তথা রাজ্যে করোনা ভাইরাসের কোনও ছাপ না পড়লেও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক কিংবা হোয়াটস্ অ্যাপের মাধ্যমে বেশ কিছু অসামাজিক লোকজন আতঙ্কের সৃষ্টি করে গুজব ছড়িয়ে চলেছেন। আর এই গুজবের জেরে প্রভাব ফেলেছে এলাকার পোল্ট্রি ব্যবসায়ীদের উপর। পাশাপাশি গুজবে জর্জরিত হয়ে ক্যানিং মহকুমা সহ সমগ্র সুন্দরবন এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত। সবথেকে বেশি আতঙ্কিত বিভিন্ন বিয়ে বাড়ি,চড়ুইভাতি,অন্নপ্রাশন,জন্মদিন এমন কি শ্রাদ্ধ বাড়ির লোকজন। সাধারণত বাঙালি বাড়ির যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচলিত রয়েছে মাংসের। আর খাসি কিংবা পাঁঠার মাংসের দাম অত্যধিক হওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিটি অনুষ্ঠানে পোল্ট্রির মুরগির মাংসের একটা বিরাট চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে করোনা গুজবের জেরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ির মেনুতে পোল্ট্রির মুরগির মাংস প্রায় বাতিলের তালিকায়। আর এই পোল্ট্রির মাংস বাতিল হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন অনুষ্ঠান বাড়ির কর্মকর্তা থেকে পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা। একদিকে খাসি কিংবা পাঁঠার মাংসের দাম আকাশ ছোঁয়া। যা মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানে আয়োজন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার

আতঙ্কের জেরে অত্যধিক হারে চাহিদা কমেছে পোল্ট্রি মুরগির মাংসের।আর এই গুজবের জেরে মহাসংকটে পড়েছেন পোল্ট্রি ব্যবসায়ী থেকে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষজন।

ক্যানিং পোল্ট্রি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি স্নেহাশীষ নস্কর বলেন, গত এক সপ্তাহ আগে পোল্ট্রির মুরগির মাংসের দাম ছিল ১৫৫ টাকা কিলো। বর্তমানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১১৬ টাকা। পোল্ট্রির দাম কমলেও গুজবের জেরে ব্যাপক হারে কমেছে মাংসের চাহিদা। বিগত দিনে প্রতিদিন প্রায় এক কুইন্ট্যাল মাংস বিক্রি হত। চাহিদা ছিল তুঙ্গে। জোগান দিতে হিমশিম খেতে হত। বর্তমানে মেরে কেটে ২০–৩০ কিলো মাংস বিক্রি হচ্ছে। গুজবের জেরে ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় আমরাও মরতে বসেছি। প্রশাসন একটু সজাগ হলেই গুজব কমবে। অন্যদিকে ফাল্গুন মাসে ভরা বিয়ের বাজারে মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়ে মেনুতে বদল করে খাসি কিংবা পাঁঠার মাংস করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই। আর এই খাসির মাংস করতে গিয়েই আর্থিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অনুষ্ঠান বাড়ির লোকজন। বাজেটে একধাপে বেড়ে যাচ্ছে ৩০–৪০ হাজার টাকা।

হেড়োভাঙার বাসিন্দ সুদর্শন ওরফে বাবু সেন । তাঁর মেয়ের বিয়ে সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, দরিদ্র পরিবার। তাই কে কি বললো কোন গুজবে কান না দিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠানে পোল্ট্রির মুরগির মাংস মেনুতে রেখে ছিলাম। কোনও অসুবিধা হয়নি। তারপর কে কি বললো সেই গুজবে কান না দেওয়াই উচিত। কারণ আমাদের পুলিশ প্রশাসন সজাগ রয়েছেন। আশা করি কোনও রকম কিছু হলেই তাঁরাই তো আগেই জানতে পারবেন। পাশাপাশি তাঁরাই সতর্কবাণীতে জানাবেন। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন প্রশাসন সজাগ রয়েছে। কেউ কোন প্রকার গুজব ছা়লে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

উত্তরের আঙিনায়

৪৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : আবারও বড়সড় সাফল্য পেলো তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাককাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর চৌপথী এলাকার পেট্রোল পাম্প এর কাছে ৩১নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ৪৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ। জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ থানার ওসি রাহুল তালুকদারের নেতৃত্বে পুলিশ বিভিন্ন গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিল এবং WB-51,6528 নম্বর গাড়িটি এলে সেটিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গাড়িটিতে মাছের কার্টুন ছিল। মাছের কার্টুন সরাতে চক্ষু চড়ক গাছ পুলিশের। এক এক করে ৬০টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তুফানগঞ্জ মহকুমা ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেগুলি ওজন করে ৪৫০ কেজি বলে জানা যায়। গাঁজাগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। জানা যায়, সেগুলি বলরামপুর এলাকা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে নদিয়া জেলার দিকে যাচ্ছিলো। এদিন গাঁজার সাথে দুজনকে আটক করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তাদের নাম অমৃত মল্লিক ও নিমাই দেবনাথ। ধৃত দুজনেরই বাড়ি নদিয়া জেলায়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বাগডোগরায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত সৌরভ থামির পরিবারের সদস্যরা আবার তদন্তের দাবি জানাল সৌরভ থামির বাবা ভক্তে থামি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি বাগডোগরার পাশে পথ–দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সৌরভের। পুলিশ এই ঘটনার কথা প্রায় ৩ দিন পর পরিবারকে জানায়। অভিযোগ, তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু পুলিশ এই ঘটনাকে পথ দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে। এদিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই কারণে মৃতের পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন এবং ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানান।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: কালিম্পংয়ের লোয়ার সেলিমবং এলাকায় উদ্ধার এক যুবকের মৃত দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবকের নাম জন লেপচা ওরফে বুদ্ধ লেপচা (২৪)। পেশায় গাড়ি চালক। এদিন সকালে তার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, ওই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

প্রাণে বাঁচল স্কুটি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : স্কুলবাসের ধাক্কা স্কুটিতে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল স্কুটি চালক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের জাগরণী ক্লাবের সামনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভজন ঘোষের মোড় থেকে স্কুল বাসটি আসছিল, অন্যদিকে স্কুটি করে এক ব্যক্তি আসছিলেন সূর্যনগর মাঠের দিক থেকে। জাগরণীর মোড়ে গতি নিয়ন্ত্রণ না করে স্কুল বাসের চালক মোড় ঘুরতেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে ধাক্কা মারে স্কুটিতে। স্কুটির চালক কোনও রকমে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেও দুমড়ে যায় স্কুটিটি। অভিযোগ এর আগেও দ্রুতগতিতে স্কুলবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন এই একই জায়গায় এক জন। স্কুল বাস গুলিতে ছাত্র ছাত্রী থাকলেও দ্রুতগতিতে চলে বাস গুলি বলে

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে দ্বারস্থ জেলাশাসকের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে রাতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের সিজারের ব্যবস্থা করা, ২৪ ঘন্টা ইসিজি, এক্সরে, প্যাথোলজি চালু করা সহ একাধিক দাবিতে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দিল দিনহাটা জন জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা। মঙ্গলবার ওই সংগঠনের সদস্যরা মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে তাদের দাবি সম্বলিত স্বারকলিপি জমা দেন। সংগঠনের সভাপতি হিটলার দাস বলেন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে রাতে কোনও সিজার করা হয় না। সেক্ষেত্রে প্রসব বেদনা নিয়ে যেসব রোগীরা হাসপাতালে আসেন হয় তাদের রেফার করে দেওয়া হয়। নাহলে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হন পরিবারের লোকেরা। সেজন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছি দিনহাটা হাসপাতালে রাতেও যেন সিজারের ব্যবস্থা করা হয়। এই দাবি সহ হাসপাতালে কোন নাক, কান, গলা, চোখের অপারেশন ও ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালের ইসিজি, এক্সরে, প্যাথোলজির চালু করার জন্য মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটেশন দিলাম।

ছিটমহলবাসীকে ফ্ল্যাট বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: মেখলিগঞ্জে সাবেক ছিটবাসীদের অস্থায়ী শিবির থেকে তাদের জন্য বরাদ্দ ফ্ল্যাট বাড়ি লটারির মাধ্যমে বিলি করা হল বুধবার। এদিন ৪৬ টি সাবেক ছিট পরিবার এর মধ্যে এই লটারি সম্পাদিত হয়। তবে এই লটারিতে অংশগ্রহণ করলেও তাদের দাবি পূরণ না হলে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে যাবেন না বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন সাবেক ছিটমহলবাসীরা।

সাবেক ছিটমহলবাসীদের অভিযোগ, এই মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা এলাকায় ধরলা নদীর গা ঘেঁষে জনমানব শূন্য এলাকায় তাদের থাকার ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করেছে সরকার। ধরলা নদীর ওপর সেতু নির্মিত না হলে মেখলিগঞ্জ এর মূল এলাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে তাদের বলে এদিন জানান সাবেক ছিটমহলবাসীরা। তাই অবিলম্বে ধরলা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তারা। এছাড়াও তাদের দাবি এই ফ্ল্যাটে যেকটি ঘর বরাদ্দ হয়েছে, তা ছোট পরিবারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হলেও, যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি, তাদের পক্ষে এই বরাদ্দকৃত ঘরে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এক্ষেত্রে পরিসর অনেকটাই ছোট হয়ে যাবে

এই বড় পরিবারগুলির ক্ষেত্রে। তাই অবিলম্বে পরিবারগুলিকে ভাগ করে আলাদা আলাদাভাবে ঘর বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এর পাশাপাশি এদিন সাবেক ছিটমহলবাসীরা বলেন, বিনিময় চুক্তির পাশাপাশি তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য পরিবার পিছু ৫লক্ষ টাকা,গবাদি পশু দেবার কথা ছিল রাজ্য সরকারের। কিন্তু এখনো সেসব কিছুই পাননি তারা,এছাড়াও কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি রাজ্য সরকার। চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে তাদের।

এদিন লটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাটের ঘর বিতরণ হয় স্থানীয় ভোট বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক জ্যোতির্ময় তাঁতি, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক রামকুমার তামাং প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলা শাসক জ্যোতির্ময় তাঁতি এদিন বলেন, সুষ্ঠু ভাবে এই লটারি সম্পাদিত হয়েছে। সাবেক ছিটমহলবাসীরা তাদেরকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করেছে এদিন।

কখন হবে ভূমিকম্প আগে জানবে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ভূমিকম্পের আগাম সর্তকতা দেবার যন্ত্র? পৃথিবীতে এমন যন্ত্র আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা বিফল হলেও এই যন্ত্র আবিষ্কারে নাকি সফল হয়েছেন শিলিগুড়ির সুব্রত পাল।এবার থেকে ভূমিকম্পের প্রাথমিক সংকেত জানতে পারবে শিলিগুড়িবাসী। তবে তা জানা যাবে সুব্রত পালের আবিষ্কার করা এই যন্ত্রটির মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে তার এই ভূমিকম্পর আগাম সর্তকতা যন্ত্রটি। এবার তা মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। মঙ্গলবার সেই ভূমিকম্পের আগাম সর্তকতা বার্তার যন্ত্র নিয়ে সুব্রত বাবু হাজির হলেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র এর দরবারে, মেয়র এর সহযোগিতায় তিনি আগামীতে শুরু করতে চান তারা এই যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার কাজ। শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল করপোরেশনে গিয়ে তার তৈরি প্রথম যন্ত্রটি তুলে দেন শিলিগুড়ির প্রধান নাগরিক অশোক ভট্টাচার্যর হাতে। সুব্রত পাল জানান, পড়াশোনায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেও তিনি আগ্রহী ইলেকট্রিক এর নানান যন্ত্র তৈরিতে। সেই কারণে নানান যন্ত্র নিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করেছেন এই মেশিনটি। তিনি জানান, মেশিনটি তে ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে ৩ এর উপর পরিমাপ উঠলেই সংকেত দেবে,তখনই মানুষকে সাবধান হতে হবে। খুঁজে নিতে হবে নিজের সুরক্ষিত স্থান। সুব্রত বাবু জানান যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর আগে পশু,পাখিরা আগাম জানতে পারে ঠিক সেই ভাবেই এই যন্ত্রটি নাকি কাজ করবে। এখন এটাই দেখার সত্যি সত্যিই ভূমিকম্পের আগে সুব্রতবাবু এই যন্ত্রের মাধ্যমে শিলিগুড়িবাসী ভূমিকম্পের আগাম সর্তকতা পায় কিনা!

পুরসভার টিকিট কে পাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে পুরসভার টিকিট নিয়ে চলছে হৈচৈ। কে টিকিট পাবে, কে টিকিট পাবেন না, কারা বাদ যাবেন সব নিয়েই আলোড়ন পড়ে গেছে চতুর্দিকে। কে দাঁড়াচ্ছে কোন ওয়ার্ড থেকে তাই নিয়েই চলছে চুলচেরা বিচার। গতকাল শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ডের নাম পাঠানো নিয়ে ধুন্ধুমার শোরগোল পড়ে গেল। ওই ওয়ার্ড থেকে বিজয়িনী কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্তের নাম শুধুমাত্র যাবে এই দাবিতে ধুন্ধুমার শুরু করে দেন মহিলা সদস্যরা। পরে ওয়ার্ড সেক্রেটারি বিশ্বময় ঘোষ এবং প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ দত্তের মধ্যস্থতায় অবস্থা আয়ত্বে আসে। পরে অবজার্ভার স্বপন দাস জানান, এটা দলের নির্দেশ গণতান্ত্রিক দাবি আছে সবারই তাই এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সন্মানিত অতিথিরাও শ্রাবণী দত্তের সমর্থনে নিজেদের বক্তব্যে রাখেন।ওয়ার্ড কিছু বিরোধীদের বিরোধিতা জলে ফলে দিয়ে এই ছবি পরিষ্কার করে দিলো এই ওয়ার্ডের সম্ভব্য প্রার্থীর নাম।

টিকিট নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ভোটের আর বেশি দেরি নেই,তাই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলারেরা। যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাইছেন কাজ শেষ করতে। এরই মাঝে নির্বাচনের টিকিট নিয়েও চাপানউতোর থেকে গেছে, এরই মধ্যে যতটা সম্ভব কাজ সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে চাইছেন তারা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পিকের নাম নিয়ে চলছে অপপ্রচার,কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পিকের দলের নাম দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে চলেছে। ভুল তথ্য দিয়ে কাউন্সিলারদের নাম করে মিথ্যে বদনাম করায় চটেছেন সবাই,একটি ওয়ার্ডে তো শোরগোল পড়ে গিয়েছিলো ভুল তথ্য পড়ে,কে বা কারা কি কারণে এই প্রচার চালাচ্ছেন তা জানা না গেলেও এর পিছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং কোনও নির্দিষ্ট কারো হাত আছে এটা জানছেন সবাই। পুরভোটের আগে তৃণমূলের এক মহিলা কাউন্সিলার জানাচ্ছেন তিনি সবসময় চান ওয়ার্ডকে নিয়ে ভাবতে,আমি নতুন কাউন্সিলার হয়েছি,প্রথম দিকে কিছু সমস্যা থাকলেও আমি আনেক পরিণত,এখন আমি জানি কিভাবে কি ভাবে কি করতে হয়,যে যে তথ্য দিয়ে লেখা হয়েছে সবই মিথ্যে এবং অসত্য। তবে আমার সবচাইতে বড় পাওনা আমার ওয়ার্ডের লোক একশো ভাগ আমার পাশে আছেন। সবমিলিয়ে পুরোভোটের আগে কিছুটা সতর্ক দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। যোগ্য কাউন্সিলারেরা টিকিট পাবেন পিকের এই ঘোষণার পরে কাউন্সিলারেরা নিশ্চিত হলেও হাতে টিকিট না পেলে শান্তি পাচ্ছেন না কেউই। পুরভোটে টিকিট নিয়ে যেভাবে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তাতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,কারণ নেত্রীর নির্দেশ এবারে অনেক কাউন্সিলারকে ভাবিয়ে তুলেছে টিকিট পাবার ব্যাপারে। খবর পাওয়া গেছে দল জিতলে এক নতুন মহিলা কাউন্সিলারকে ডেপুটি মেয়র করতে চাইছে দল।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ভোটের আগে বেহাল রাস্তা, ক্ষোভ ইসকন রোড এলাকার বাসিন্দাদের।সামনে ভোট পুরসভার তার আগে ইসকন মন্দির রোডের রাস্তা জমে আছে জল এবং গর্ত দিয়ে,আজ এই নিয়ে নিজেদের কাউন্সিলারের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মানুষ,তাদের অভিযোগ বারবার বলা হলেও গত ৫ বছরে রাস্তা সেই বেহালই থেকে গেছে। কোনও উদ্যোগই নেন নি কাউন্সিলার,জল জমা ভাঙা রাস্তায় গত ৫ বছরে হয়েছে একের পর এক দুর্ঘটনা তবুও কোন উদ্যোগ নেন নি ওই কাউন্সিলার,এই ঘটনা নিয়ে আজ তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, তিনি তার সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন,এটা ঠিক যে কাজ বাকি আছে কিছুটা,তবে তিনি আশাবাদী ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হবার আগেই তিনি তার কাজ শেষ করে দিতে পারবেন,তিনি এও জানান এর জন্য দায়ী কর্পোরেশন ঠিকমত টাকা না দেবার কারণেই এই হাল হয়েছে ওয়ার্ডের,তিনি আজ জানান ভোটের আগেই নিজ উদ্যোগে আমি কাজ শেষ করবো।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০২০

দোলের আগে দোলাচলে বাংলা

কুৎসিত ভঙ্গিমা ও কদার্যে ভরা রবীন্দ্রগানে রোদ্দুর রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাম দোল উৎসব পালন নিয়ে অশ্লীলতার চূড়ান্ত কার্যকলাপ ও করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক। এই ত্র্যহস্পর্শে আপাতত দোল পূর্ণিমা বরণ করতে চলেছে বাংলা। যদিও হোলি পার্বন সারা দেশ জুড়েই চলবে। কিন্তু কলকাতা তথা বাংলায় দোল পূর্ণিমা পালনের রীতি যুগযুগ ধরে চলে আসছে। যদিও ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে সর্বজনীন হোলি পরব থেকে অনেক শীর্ষ নেতৃত্বই বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন তাঁরা হোলি উৎসবে বরাবরের মতো সামিল হচ্ছেন না। যথারীতি শীর্ষনেতাদের অনুসরণে বিজেপির ছোট, বড়, মেজো সব ধরনের নেতাই এবারের মতো হোলি থেকে দূরে থাকার ঘোষণা করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আপাতত হোলি থেকে দূরে থাকার কারণ হিসাবে করোনা ভাইরাসকে ঢাল হিসাবে খাড়া করেছেন। যদিও বিরোধী শিবিরের দাবি প্রধানমন্ত্রী সহ তাঁর ক্যাবিনেট ও অন্যান্য নেতাদের হোলি বর্জনের মূল কারণ করোনা ভাইরাস নয়। দিল্লি দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তাঁদের এই সরে দাঁড়ানো বলে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা অভিযোগ করছেন। অন্যদিকে, বাংলায় পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে আপাত সৌহার্দ্যর আবহে দোল এবং হোলি উৎসব উদযাপনে মঞ্চ তৈরি রয়েছে। তবে রাজ্য সরকার কোনও রকম অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সেদিকে কড়া নজর রেখেছে। এব্যাপারে নবান্নের তরফে জেলায় জেলায় যোগাযোগ নিশ্চিদ্র করা হয়েছে। দোল উৎসবের প্রাক্কালে দুটি বিতর্কিত ঘটনা বাংলার পরম্পরাকে নিশ্চিতভাবে আহত করেছে। তার মধ্যে রোদ্দুর রায়ের কুৎসিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের ঘটনা ফের ভাইরাল হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য এই বিতর্কিত মানুষটি এরকম কদার্য ভঙ্গিমায় কবিগুরুকে এর আগেও একাধিক বার উপস্থাপন করেছে। তাও প্রশাসন প্রথম থেকেই কোনও পদক্ষেপ না করায় হাতের বাইরে চলে গিয়েছে পরিস্থিতি। এখন তাই গণদাবি উঠছে অবিলম্বে এই রোদ্দুর রায়কে ফাটকে পোরার। সে ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবে, না আদৌ কোনও কিছু না করে নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নেবে সে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে বিস্তর। হোলির প্রাক্কালে আরও একটি জঘন্য ঘটনা আলোড়ন ফেলেছে বঙ্গ সমাজে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহ্যই হলো দোল উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের রঙিন সাজে সজ্জিত হয়ে ভরপুর আনন্দে মেতে ওঠা। কিন্তু সেই আনন্দে সবসময়ই বজায় থেকেছে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি। রবীন্দ্র গান ও নৃত্যের মাধ্যমে বসন্তের এই উৎসবকে স্বাগত জানানো বাংলার সুপ্রাচীন রেওয়াজও বটে। সেখানেই এবার থাবা বসিয়েছে অপসংস্কৃতির ধারক বাহক এক ধরনের উদ্দাম, উন্মত্ত ছাত্রছাত্রীর পাশবিক বহিঃপ্রকাশ। যার জেরে লজ্জায় ঢেকে গিয়েছে রবীন্দ্র–নজরুলের বাংলা। যথারীতি এ নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনীতির গুঞ্জন। অতি বাম থেকে বিজেপি বনাম তৃণমূল রাজনীতির ত্রিফলায় দোষ ঢাকার চেষ্টা চলছে সব মহল থেকেই। রাজনীতিকরা নিজেদের মতো করে যুক্তি সাজালেও বাংলা সংস্কৃতির যে ক্ষতি হয়েছে তা যে এদের কারো পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয় এটা কিন্তু পরিষ্কার।

শ্রীঈশোপনিষদ

তাৎপর্য

৪) করণরাপাটব, অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ। এই চারটি ত্রুটি থাকার ফলে বদ্ধ অবস্থায় জীব সর্বব্যপ্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদান করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত বদ্ধ জীবেরা প্রকাশ করেনি। বৈদিক জ্ঞান প্রথমে এই জগতে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান প্রকাশ করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা সেই জ্ঞান তার পুত্র এবং শিষ্যদের প্রদান করেন, এবং তাঁরা বংশ পরম্পরাক্রমে সেই জ্ঞান অন্যদের প্রদান করেছেন।

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পূর্ণম, তাই তিনি কখনও জড় জগতের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না; কিন্তু জীব এবং জড় বস্তু উভয়েই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন এবং চরমে ভগবানের শক্তির অধীন। এই ঈশোপনিষদ হচ্ছে যজুর্বেদের একটি অংশ এবং তাতে এই জগতের অস্তিত্বশীল সব কিছুর মালিকানা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে পরা এবং অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে (ভগবদ্গীতা ৭/৪–৫)। মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার– প্রকৃতির এই উপাদানগুলি ভগবানের অপরা শক্তি বা নিকৃষ্ট শক্তিজাত, কিন্তু জীব বা জৈব শক্তি ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তি। এই দুটি প্রকৃতি বা শক্তিই ভগবানের থেকে উদ্ভুত এবং চরমে তিনিই হচ্ছেন অস্তিত্বশীল সব কিছুর নিয়ন্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই যা পরা অথবা অপরাশক্তি সম্ভূত নয়; তাই সব কিছুই হচ্ছে পরমব্রহ্মের সম্পত্তি।

পরমব্রহ্ম, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সব কিছু সমন্বয় সাধন করার পূর্ণ এবং অভ্রান্ত বুদ্ধিমত্তা তাঁর রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে কখনও কখনও আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং সজীব ও নির্জীব সমস্ত বস্তুকে সেই আগুনের তাপ এবং আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঠিক যেভাবে আগুন তাপ এবং আলোক শক্তি বিকরণ করে, তেমনই ভগবানও বিভিন্নভাবে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন। এভাবেই তিনি সব কিছুর পরম নিয়ন্তা, পরম পালক এবং পরম একনায়ক। তিনি সব কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং তিনি সকলেরই পরম সুহৃদ। সব কয়টি অচিন্ত্য শক্তি– ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান।

তাই যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে আমাদের জানতে হবে যে, ভগবান ছাড়া কেউই কোন কিছুর মালিক নন। ভগবান আমাদের জন্য যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেইটুকু কেবল আমাদের গ্রহণ করা উচিত। যেমন, গরু দুধ দেয়, কিন্তু সেই দুধটা সে খায় না; সে ঘাস আর দানা খায় এবং তার দুধ হচ্ছে মানুষের খাদ্য।

ফেসবুক বার্তা

যখন কোনো ঘড়ি ছিল না,তখন মোমবাতি কে ঘড়ি হিসেবে ব্যাবহার করা হতো।
মোমবাতির গায়ে দাগ দিয়ে ঘন্টার সময় নির্ধারণ করা হতো।
এমনকি মোমবাতি দিয়ে এলার্মের কাজ ও করা যেতো,এলার্ম দেওয়ার জন্য মোমবাতিতে পছন্দমতো সময়ের দৈর্ঘ্যে একটি পেরেক ঢুকিয়ে রাখা হতো এবং যখন মোমবাতি গলে যাবে,তখন পেরেকটি নিচে থাকা ধাতব বস্তুর উপর পড়ে আওয়াজ করে সতর্ক করতো।

অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চাই

উজ্জ্বল গোঁসাই

কিশোর কুমারের একটা গান আছে, তাতে বলা হচ্ছে যে বিধাতা যত দুঃখ দিয়েছে তা মাপবার মতো ফিতে নেই। যদিও সন্দেহ থাকে যে ফিতে দিয়ে কি আদৌ দুঃখ মাপা যায়? যাই হোক দুঃখ মাপার যেমন মানদণ্ড নেই, তেমনি বোধহয় সুখ মাপারও মানদণ্ড নেই। এমনি আর এক মানবিক অভিব্যক্তি হল ভালোবাসা– এই ভালোবাসার পরিমাপ করাও বোধ হয় দুঃসাধ্য। কিন্তু ঘৃণার পরিমাপের একটা আন্দাজ করা যায় যখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঠিক অতি সম্প্রতি যেমন দিল্লির দাঙ্গায় দেখা গেল। আইবি–তে চাকরিরত অঙ্কিত শর্মাকে যেভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে সারা শরীরে ৪০০ বার ছুরি মারা হয়েছে। মনের মধ্যে কতটা ঘৃণা থাকলে তার প্রতিফলন এমনভাবে প্রকাশ পায়। হত্যা, খুন, ধর্ষণ মানব সমাজের সভ্যতার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে সমান তালে চলেছে। এর থেকে বোধহয় মুক্তি নেই। তাই এসব যেন নিত্য দিনের ঘটনা এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে সমাজে এমন ঘটনা ঘটে যা দেখে আমরা শিউরে উঠি। নাগরিকতা সংশোধন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির দাঙ্গায় অঙ্কিত শর্মার হত্যাকাণ্ড তেমনি শিহরণ জাগানো ঘটনা– যা বিরলতম বলে উল্লেখ করা চলে। হত্যার বীভৎসতা দেখে যে হত্যা করছে তার ঘৃণার পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রে একথা বলা চলে যে কয়েক শো লোক মিলে যেভাবে অঙ্কিতকে হত্যা করেছে তাতে করে অঙ্কিতের প্রতি বা অঙ্কিতের সম্প্রদায়ের প্রতি হত্যাকারীদের ঘৃণা বা হিংসার বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও দিল্লিতে যেভাবে নির্বিচারে বাড়ি, গাড়ি, স্কুল পুড়েছে, যেভাবে টনটন পাথর ছোঁড়া হয়েছে। যেভাবে পেট্রোল বোমা, অ্যাসিড ছোঁড়া হয়েছে তা এককথায় দাঙ্গাকারীদের মানসিক হিংসার 'ব্রেন ম্যাপ' প্রকাশ পেয়েছে।

এই যে বীভৎস নারকীয় ঘটনা ঘটল এর জন্য একদল আর এক দলের উপর দায় চাপাচ্ছে। বিরোধীরা বলছে শাসক বিজেপি দায়ী আর বিজেপি বলছে বিরোধীরা একপক্ষকে ক্রমাগত হিংসায় মদত যুগিয়ে গেছে। তারই প্রতিফল হল এই সংঘর্ষ। বিজ্ঞজন থেকে নাগরিক সমাজ সকলেই এক বাক্যে বলছে যে রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যেই নাকি দুই সম্প্রদায়ের মানুষ প্ররোচিত হয়েছে। আমি এর সাথে একমত নই। হিংসা বা প্রতিশোধ স্পৃহা মানুষের মনেই প্রথমে জন্ম নেয়। তারপর উপযুক্ত পরিবেশে তার প্রকাশ ঘটে। আজকাল শোনা যায় যে থানাতে সেটিং করে অনেকেই ডাকাতি করে। সেটা হলে ডাকাতি করাটা সহজ হয়। ধরাপড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু তাই বলে কী থানার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ডাকাতরা নিরপরাধ হয়ে যাবে?

আগে ডাকাতি করার প্ল্যান তাদের মাথায় এসেছে, তারপর তারা পুলিশ সেটিং করেছে। অনেকেই দু নম্বরি ব্যবসা করে। আগে সে দেখে এই ব্যবসার বাজার কেমন? লাভ কত? তারপর সেই ব্যবসা করতে গেলে প্রশাসনের কোন দফতরে সেটিং করতে হয় সে করে কারণ তাতে অবাধে ব্যবসাটা চালানো যাবে। প্রশাসনের ব্যর্থতা অবশ্যই থাকে। কিন্তু সেটাই দাঙ্গার মূল কারণ হতে পারে না। দাঙ্গার মূল কারণ নিহিত থাকে সম্প্রদায়ের মনে। অনুকূল বাতাসে তা মাঝে মাঝে দাবানলের রূপ নেয়।

'বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজন করছে' এর মতো বোকা কথা আর হতে পারে না। সমাজ স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকেই সম্প্রদায়গতভাবে বিভাজিত হয়ে আছে। আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হল ঐতিহাসিক ভাবে ভারতের জনসমাজ জাতপাত ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়গত ভাবে বিভাজিত। বিভাজনের উপাদান সমাজে মজুত– তাই সমাজ বিভাজিত। এক সম্প্রদায়কে আড়াল করার জন্য বিরোধী নেতারা বিজেপি'র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যতই ধর্মনিরপেক্ষার বড়াই করুক না কেন, এই পথে সমাজ থেকে দাঙ্গার উপকরণকে উপড়ে ফেলতে পারবে না। আরও পরিষ্কার করে বলি।

আমরা জানি ১৯৮৪ সালে শিখ হত্যা লীলা হয়েছিল দিল্লির বুকে। এক তরফা ভাবে ক'এক হাজার মানুষকে মারা হয়েছিল। কিন্তু শিখ আর হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায় নি। তারা এক তরফা ভাবে মার খেয়েছে। শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলের শিখরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেনি। কারণ হল ওই শিখ আর হিন্দু সমাজের মধ্যে দাঙ্গার উপকরণ মজুত নেই। ইন্দিরা গান্ধি যেদিন স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারি অভিযান করেছিল– তাদের ধর্মস্থানকে অপবিত্র করার অজুহাতে শিখ–হিন্দু দাঙ্গা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সে কি উস্কানি দেওয়ার নেতার অভাবের জন্য? আসল কথা হল হিন্দু শিখ দুই সম্প্রদায়ের মানুষজনদের মনে বা ধর্মীয় নেতাদের মনে এক অপরের প্রতি ঘৃণা বা হিংসার স্থান নেই। একথা হলফ করে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে এমন কোনও সাম্প্রদায়িক নেতা নেই যিনি হিন্দু ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে সক্ষম। হিন্দুরাই যদি একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তি হয়। তাহলে তাদের থেকে অনেকগুণে সংখ্যালঘু এদেশের খ্রিস্টানদের সঙ্গে বা বৌদ্ধদের সঙ্গে কেন দাঙ্গা হয় না?

নেতাদের কথা মানুষ ততটুকু শোনে, যতটুকু শুনলে সে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে পারবে। নেতাদের কথায় যদি মানুষের মনের পরিবর্তন হতো তাহলে বাসন্তীতে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কবে শেষ হয়ে যেতো। মমতা ব্যানার্জীকে কাটমানি ফেরতের ডাক দিতে হতো না। বা ডাক দেওয়ার পর কজন নেতা নিজে থেকে মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে কাটমানি ফেরত দিয়েছে? জনতা দলবদ্ধ ভাবে যেখানে আন্দোলন করেছে সেখানে কিছু নেতা তা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। আবার কাটমানি কালচার আছে বলেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। ফলে কাটমানি কালচার বন্ধ না হলে না তো সহস্রবার মমতা ব্যানার্জী বলেও দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মেটাতে পারবেন না। সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধান করতে হবে।

একটা সার্বভৌম দেশের বৈধ সরকার আইন প্রণয়নের সব কটা ধাপ বৈধ ভাবে পার করে একটি আইন তৈরি করেছে। সে আইন সংবিধান সম্মত কিনা তার রায় আগে জানতে হবে। তার আগেই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিল কেন?

ট্রেন জ্বালিয়ে রেল লাইন উপড়ে, স্টেশন ভেঙে– চলন্ত বাসে ট্রেনে পাথর ছুঁড়ে কারা হিংসা প্রদর্শন করল? দেশে প্রথম হিংসার লেলিহান শিখা কারা জ্বালাল? পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এই হিংসার ধ্বংসের আগুন জ্বলেছে– তারপর বিহার– উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, অসমে তা ছড়িয়েছে। এই হিংসার পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের নিশ্চয় হাত নেই? কারণ তারাও মিছিল করেছে– সেখানে হিংসা হয়নি। কংগ্রেস,বামেরা মিছিল করেছে সেখানেও সন্ত্রাস হয়নি। তাহলে কাদের প্রতিবাদের জেরে তিনদিন ভোর এমন অরাজকতা চলল। তাদের খুঁজে বের করে যদি সব দল মিলে প্রতিবাদ জানাত তাহলে দিল্লির ঘটনা হয়তো বা নাও ঘটতে পারত। ছাত্ররা সমাজের সব থেকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন অংশ। সেই তারা যখন সিএএ বিরোধিতার নামে বাস জ্বালায়, পাথর ছোঁড়ে, তখন হিংসার উৎস নিশ্চয় নেতাদের বুলিতে ছিল না।

অনেকেই যুক্তি দিতে পারে যে সরকার প্রণীত আইনের জেরে তারা ভিটে মাটি থেকে উৎখাত হবে এই ভয় থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাহলে প্রশ্ন হল এই ভয় ঘটনা ভুলে যাবার কথা নয়। কয়েক হাজার মানুষ এসপি'র অফিস পুড়িয়ে দিল। নবী দিবসের মিছিল থেকে গণ্ডগোলের সূত্রপাত– ধূলাগড়ে হিন্দুদের ঘর পুড়িয়ে দিল। তৃণমূল সরকার আবার সেই ঘর তৈরি করে ছিল। এই ঘটনার কোনও খবর পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ পেল না। এই যে প্রশাসনের এই একপেশে মনোভাব। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের ভয়ে অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারে না। বসিরহাট বারাসত তিন দিন ধরে অবরোধ হয়ে রইল। বাম আমলে তসলিমাকে তাড়াবার জন্য কলকাতার বুকে এক সম্প্রদায়ে তাণ্ডব, সন্ত্রাস মানুষ দেখেছে। এবং সরকারের অসহায়তাও প্রত্যক্ষ করেছে।

এই প্রশাসনিক ব্যর্থতা বা অসহায়তায় ক্ষুব্ধ হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। প্রশাসনের উপর রাগ দেখাবার পরিসরে না হেঁটে তারা তখন সংখ্যালঘুদের উপরই চড়াও হওয়ার একটা ফিকির খোঁজে। এবং আক্রমণের একটা যুক্তি খাড়া করে মনে মনে। সিএএ বিরোধী আন্দোলনে এই ছবিই ধরা পড়ল। দীর্ঘদিন একটা ব্যস্ত রাস্তা তারা আটকে বসে রইল। প্রশাসন নিরুপায়, গণতন্ত্রের নামে হাজার হাজার মানুষের অসুবিধায় তাদের কিছু আসে না।

এর আগে বিভিন্ন রাজ্যে বাস–গাড়ি পুড়েছে পাথর ছুঁড়ছে ট্রেন জ্বলছে। সুযোগ সন্ধানীরা এই অবসরে হিন্দুদের তাতাতে পেরেছে। দিল্লির হিংসা যত না ধর্মের নামে হয়েছে তার থেকে বেশি হয়েছে দেশের নামে। দেশ কা গদ্দারো কো গোলি মারো' এই স্লোগানে। প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়– পৃষ্ঠপোষকতার আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের বা একপক্ষের হিংসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তার পরিণতি আমরা ভোগ করি।

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান

নবনীতা সেন

উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যা নেমেছে। পূর্ণ চাঁদের মায়ায় শান্তিনিকেতন আশ্রম ভেসে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ল্যাম্পগুলোকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। উত্তরায়ণ বাড়ির একতলা এবং সামনের মঞ্চ ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় সাজানো হয়েছে। শীতের রেশ এখনও একটু রয়েছে– প্রথম বসন্ত; হাওয়া এখনও ততটা উত্তাল হয়ে ওঠে নি। প্রদীপের শিখা স্থিরই রয়েছে। পণ্ডিত রবিশংকর সেতারে বাজাচ্ছেন রাগ বসন্তমুখারী। তবলায় ওস্তাদ আল্লারাখা। সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে– আশ্রমিক সমাজ চিত্রার্পিত হয়ে বসে রয়েছে।সঙ্গীতভবনের দুই সিনিয়র ছাত্রী আলোচনা করেছে– কৌশিকী ভৈরব এর সঙ্গে বসন্তমুখারীর বহু মিল আছে। পার্থক্য শুধু রাগের চলনে, লয়ে। পণ্ডিতজী এবার ধরলেন আরেক বাসন্তী রাগ পরজ। ৭৫ মিনিটের অনুষ্ঠান। শেষ হতে হতেই বৈতালিক গানের দল আশ্রম পরিক্রমা শুরু করে দিল– ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনে সন্ধ্যা রাতে ধরা দিয়েছ/ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।

বসন্তোৎসবের আগের সন্ধ্যায় কোনো না কোনও সঙ্গীত গুরু এইভাবে সুর পরিবেশন করেন। পাঠভবনে ক্লাস ফাইভ থেকে এম এ পর্যন্ত সতেরো বছর এবং তারপর পিএইচডি গবেষণা পর্যায়ে আরও চার বছর এই অনুভূতি আমি পেয়েছি। পাঠভবনে পড়ার সময় থাকতাম শ্রীসদনে। হৈ হৈ লেগে যেতো একমাস আগে থেকেই। প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে খেলার মাঠের পর রিহার্সাল হতো। রিহার্সাল নিতেন শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ)। আমরা যারা ফাঁকিবাজ রিহার্সাল দিতাম হস্টেলে ফিরে। কিন্তু ফিনিশিং টাচ হতো হোলির আগের দিন বিকেল থেকে। আশ্রমের চতুর্দিকে রয়েছে অসংখ্য পলাশ গাছ লাল লাল ফুলে ছেয়ে থাকা। ওপর থেকে দেখলে আশ্রম কে মনে হতো একটা আগুনের গোলা। সূর্যদেব একটু ঢললেই আমরা পলাশ তলে হাজির হতাম। ফুল কুড়িয়ে ধুয়ে ভিজে কাপড় র‍্যপ করে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখতাম সেই সাত রাজার ধন মানিক। কারণ কোনো কোনো সখীর আবার হাতটান ছিল, আলসেমি করে বনে যেতো না তারপর beg–borrow or steal–এছাড়া তাদের উপায়ন্তর থাকতো না। আমাদের অনেকেরই বাবা মা অভিভাবকরা চলে আসতেন। বাসন্তী শাড়ী–লাল ব্লাউস নিয়ে আসতেন। আশ্রমে সরস্বতী পুজো হতো না। কাজেই বসন্তোৎসবে বাকদেবী জীবন্ত হয়ে উঠতেন। অবশ্য পূর্বরাগ পৌষমেলা পর্ব থেকেই শুরু হতো। একটু উচু ক্লাসে পড়ার সময় দেখতাম কারোর কারোর আর ইস্টিকুটুম বন্ধুরাও উদয় হতো। আঁধার বুঝে আড়াল খুঁজে তারা সবার আঁখি এড়ায়। কিন্তু বাছা যাবে কোথায়। শার্লক হোমস রাও কম দড়ো নয়। একাজে আবার এন্টিক্লাইম্যাক্সও থাকতো। কাঁচা মাঞ্জার ঘুড়ি অনেকসময় ভোকাট্টা হয়ে যেতো। পরের দৃশ্যে পতন ও মূর্চ্ছা; চোখে মুখে জলের ঝাপটা। সেবাকার্যে ফ্লোরেনস নাইটিঙ্গেলরাও হাজির। এজন্যই গুরুদেব বোধহয় বহু দুঃখে লিখেছিলেন– প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে/কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।

পরের সকাল দোলের দিন ছবি সম্পূর্ণ অন্য। সকলে অত্যন্ত সিরিয়াস। উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণ থেকে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের উৎসব দলের যাত্রা শুরু হতো। গানের দল গাইতো চিরপরিচিত গান– ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল/লাগলো যে দোল। নাচের দলের প্রথমে থাকে পাঠভবনএর প্রাথমিক ছাত্র বাহিনী, তাদের ছিল তালির নাচ। তারা এত্তোটাই ছোট যে তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলোও সকলে আনন্দের সঙ্গে নিত। এদের হাত খালি থাকতো– গানের তালে বিভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে নাচ ও তালি। তার পরের দলে হাতে থাকতো কাঠি। বিচিত্র বর্ণে নকসা করা কাঠিগুলো নাচের উপাদান; থাকে একটু উঁচু শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের হাতে। গুজরাটি গরবা নাচের আঙ্গিক গুরুদেব ব্যবহার করে ছিলেন একই অনুষঙ্গে। তার পরের দলের হাতে শ্যামল শালপাতার ছোট ছোট নৌকা (দোনা)। এতে থাকে বিভিন্ন বর্ণের (মূলতঃ বাসন্তী) আবির। নাচের ছন্দে সেই রঙীন আবির বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে শেষ দলে থাকে সিনিয়র আশ্রমিকরা মূলতঃ সঙ্গীত ভবনের ছাত্রছাত্রী। তাছাড়া প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অ্যাল্যামনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নাচের দলের গতিপথের পাশে থেকে উৎসাহ দিতে থাকেন, কণ্ঠে রবীন্দ্রগান। এই সঙ্গীত যাত্রা শেষ হয় আম্রকুঞ্জের মূল অসরে। ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট আসনে বসে এবং উপাচার্যের স্বাগত ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বসন্ত বন্দনা। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এই নিবেদন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ। যারা পারফর্ম করবে তাদের সিলেকশন ও রিহার্সাল দেওয়ানো হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। কেননা দুনিয়ার নামী দামী মিডিয়া এই অনুষ্ঠানকে টেলিকাস্ট করে। আমরা দেখেছি শান্তি দা, মোহর দি, দুলালদা, অনাদিদা প্রভৃতি সঙ্গীত গুরুরা সামনে উপস্থিত থেকে প্রায় মাসাধিক কাল ধরে রিহার্সাল কন্ডাক্ট করতেন। আমি যখন বিশ্বভারতীর ছাত্রীপদ পাই তখন সঙ্গীত ভবনে অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। আমি উঁচু ক্লাসে আসার আগেই তিনি অবসর নেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পণ্ডিত ওয়াঝালওয়ার এর কাছে গান আমি শিখেছি। তবে অবসিত হবার পরও এই দুই গুরু প্রতি বুধবার আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের গৌর প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে গান শেখাতেন। শান্তি নিকেতনের আকাশে বাতাসে সুর মিশে আছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ স্থির বিশ্বাস করতেন– আমার সবসৃষ্টি কালের গর্ভে তলিয়ে গেলেও আমার গান বাঙালি সমাজ কোনও দিন ভুলতে পারবে না। তার অকাট্য প্রমাণ এই বসন্তোৎসবের আকর্ষণ। রবীন্দ্র সৃষ্টি অনিবার্যতা এইখানেই যে এর আত্মায় রয়েছে অননুকরণীয় গতিময়তা। সব সময় এক চিরকালীন প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করে। একলহমায় মানুষের মন বর্তমান থেকে দূর ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যায়। এই প্রশ্ন গুরুদেব পেশ করেন সুরের মোড়কে বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা? এই যে পলাশ ফুলের সাজ, বাসন্তী বসন... বসন্ত মানে কি এইটুকুই? বসন্ত বন্দনার শেষ গান– রাঙিয়ে দিয়ে যাও– এবার যার আগে... গান শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শ্রীসদনের দিকে রওনা দিতাম। সিনিয়র দাদারা আমাদের রাস্তায় সতর্ক থাকতো। কেননা বাইরে থেকে যে সব দর্শকরা আসতো তারা আমাদের রাঙিয়ে দেওয়ার ফিকিরে থাকতো।

> হোলি তো রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদন– মহাভারত যুগের আবেদন। বারাণসীর ঘাটে বসে মহাকবি তুলসী দাসের হয়তো মনে হয়েছে– গোটা সংসার রঙে ডুবেছে আর আমার রামলালা হোলি খেলবে না। তাই করিয়েছেন– তাই হোরি খেলত রঘুবীরা। যা বাল্মিকীতে নেই–সেটা তুলসীদাসে আছে। আমাদের ভরোসা রবিবাক্যে– সেই সত্য যা রচিবে তুমি।

সন্ধ্যে বেলায় গৌর প্রাঙ্গণের মঞ্চে কোনও না কোনও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য হতো। সেটাও এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। এই বর্ণময় দিনটাতে বেসুরো কোনও কিছু থাকতো না তা নয়। কোনও কোনও বছর বাইরে থেকে এত বেশি অতিথি/দর্শক আসতেন যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হতো না সকলকে পরিষেবা দেওয়া। একদিকে অসংখ্য বিদেশি এবং ভিআইপি গেস্ট আসতেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রেমী অগণ্য বঙ্গবাসী। আম্রকুঞ্জের মূল অনুষ্ঠানের পর তারা স্নানের জন্য হাতীপুকুর, ক্যানেল, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জায়গায় ভিড় জমাতেন। এই দলে অনেক নামীদামি গুণী মানুষ, লিটল ম্যাগাজিনের কবি সাহিত্যিক হাজির থাকতেন। মাথায় আবির মেখে তারা ছোটোখাটো দলে গাছের ছায়ায় বসে গান কবিতার আসর বসাতেন– চলতো সারাদিন, বিকেল গড়াতো। আমরা লাঞ্চ সেরে সেখানে আসতাম কবিতার খাতা নিয়ে। শান্তিনিকেতন ঘরানার বাইরেও রবীন্দ্রচর্চার কতো বিপুল ডাইমেনশন আছে তার স্বাদ পেতাম। আজ সবার রঙ যে রঙ মেশাতে হবে– এই কলিটির মাধুর্যের স্বাদ পেতাম। রামধনু–রংধনু কিছুই বাদ যেতো না, আকাশ–আসমান রঙীন হয়ে উঠতো।

দিনের পর রাত্রে শ্রীসদনের ছাতে একটা সাঁওতালি মোড়া নিয়ে আলসের ধারে এসে বসে আছি। সারা দিন অফুরান হুল্লোড়ের পর শ্রান্তি নেমে আসছে। আশেপাশে হস্টেলের এক একটা ঘরে বাতি নিবে আসছে। গাছের মাথায় জোনাকির জোয়ার। পূর্ণ চাঁদের মায়ায় তারাও আলোর ছটা মেলাচ্ছে। ধীরে ধীরে বইছে হিমেল হাওয়া। হঠাৎ কানে এলো– হোরি খেলত রঘুবীরা অবধ মেঁ হোরি খেলত রঘুবীরা... তার সঙ্গে ঢোলক, হারমোনিয়ম–খঞ্জনীর উচ্চকিত শব্দ। অদূরে পিডব্লুডি বসতিতে ডেরা বেঁধেছে বিহার– উত্তর প্রদেশের মানুষ, পেশায় শ্রমিক। আগামী কাল হোলি। চাঁচর জ্বালিয়ে গান গেয়ে তারাও মেতেছে হোলি উৎসবে। হঠাৎ মনে হলো রামায়নের যুগে কি হোলি খেলা ছিল? হোলি তো রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদন– মহাভারত যুগের আবেদন। বারাণসীর ঘাটে বসে মহাকবি তুলসী দাসের হয়তো মনে হয়েছে– গোটা সংসার রঙে ডুবেছে আর আমার রামলালা হোলি খেলবে না। তাই করিয়েছেন– তাই হোরি খেলত রঘুবীরা। যা বাল্মিকীতে নেই–সেটা তুলসীদাসে আছে। আমাদের ভরোসা রবিবাক্যে– সেই সত্য যা রচিবে তুমি।

রাম অবতারে ত্যাগ আছে, কর্তব্য আছে, সত্য নিষ্ঠা আছে, কিন্তু প্রেম নিরুচ্চার। কৃষ্ণ অবতারে সবকিছুই আছে তার সঙ্গে প্রেম সোচ্চার। শ্রীরামের মতো প্রেমিক সারা বিশ্ব ইতিহাসে নেই। সীতা উদ্ধারের জন্য সব কিছু করেছেন, কিন্তু পুনর্মিলন এরপর এক মুহূর্ত স্বর্ণলঙ্কায় থাকেন নি। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের মনে হয়েছে শ্রীমতী রাধা তো এতো ভালবাসে, কিন্তু সেই প্রেমের গভীরতা কত। তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি/রাধা হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি/হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন–/অতুলন তোহার লেহ। গহিন সে রাধাপ্রেম। কিন্তু কতটা? তার বিচার করা বৃন্দাবন লীলায় সম্ভব হয়নি। হয়েছিল নবদ্বীপ লীলায়, গৌর দেহে; যার বাইরে রাধা ভেতরে কৃষ্ণ। গৌর রাধাভাবে বিভাবিত, কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। দার্শনিক ও সাহিত্যিক সৈয়দ মজতুবা আলি বলতেন– গৌরাঙ্গের জন্ম হয়েছে 'লোভাৎ' অর্থাৎ 'লোভ হইতে'। শ্রীকৃষ্ণের লোভ হয়েছিল, অনুপম রাধা প্রেম এর তীব্রতা পরিমাপ করার মহতী লোভ। নিমাই পর্বে দৌরাত্ম্য পাণ্ডিত্য সারস্বত সকল বৈদগ্ধের বিভাস। কিন্তু গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃ পিণ্ড দানের পর প্রেম ভাবের বিমোচন। কাজীর বিচার, জগাই মাধাই উদ্ধার, দ্বিজোহপি চণ্ডালঃ শ্রেষ্ঠ, সমাজ সংস্কার, বিজয় নগর রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে ওড়িশাধিপতি প্রতাপ রুদ্রের সন্ধি স্থাপন সবই সম্ভব হয়েছে সন্ন্যাস জীবনে। অপরদিকে ভাব মার্গে গুরুনানক, পরম সাধক শংকর দেবের সঙ্গে মহামিলন, ভক্ত কবীর জোলার অন্তিম সংস্কার ইত্যাদি গৌর জীবনের বাঙ্ময় নিদর্শন। মথুরা–বৃন্দাবনের সকল হিন্দু মন্দির উদ্ধার তাঁর অমোঘ কীর্তি। তবুও রাধা–দেহে কৃষ্ণপ্রেম তাঁকে পাগল করে তুলেছে। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়.../একি ঘোরপ্রেম অন্ধ রাহু প্রায়/জীবন যৌবন গ্রাসে। সর্বদা কৃষ্ণ অনুসন্ধান : আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে–এ–এ–এ। এই আকুতির কাব্যিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে নীলাচল লীলায়।

দোলের চাঁদ এখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। গোয়াল ঘরে সাঁজাল দেওয়া হচ্ছে। ভুবন ডাঙার মন্দিরে একটু পরেই শুরু হবে দেবারতি। শুধু আমারই জাগরণে যায় বিভাবরী...।

লেখিকা কেএমসি ৮৭ ওয়ার্ডের এর বাসিন্দা এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও গবেষিকা।

জোটের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার দুবরাজপুর,সিউড়ি,সাইঁথিয়া,রামপুরহাট,বোলপুর পুরসভায় পুরনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পুরসভা নির্বাচনে বাম–কংগ্রেস জোট নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। তারমধ্যেই বাম–কংগ্রেসের জোটের সমর্থনে 'বাঁধো জোট,মারো ভোট' স্লোগান লিখে ২৬ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখলেন সম্ভাব্য কংগ্রেস প্রার্থী শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। দেওয়াল লিখনে হাতের ওপরে কাস্তে হাতুড়ি প্রতীক আঁকা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। ২৮ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট গান্ধি পার্কে অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধের দাবিতে রামপুরহাট পুরসভার পুরপতিকে স্মারকলিপি দিলো গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি। সোমবার বিকালে রামপুরহাট ১৫নং ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন শুরু করলো বিজেপি।

কমলো ট্রেন ক্ষুব্ধ সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩০৫৩,১৩০৫৪ হাওড়া – সিউড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ সাঁইথিয়া এবং সিউড়ি স্টেশনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে রাধিকাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হলো ১ মার্চ থেকে। ২০১১ সালে চালু হয়েছিলো হাওড়া – সিউড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া – প্রান্তিক)। কিন্তু জমিজটে আটকে রয়েছে সিউড়ি – প্রান্তিক রেলপ্রকল্প। তাই ট্রেনটি সাঁইথিয়া দিয়ে ঘুরে সিউড়ি আসতো। হাওড়া ছাড়তো সকাল ৮:৩৫ এবং সিউড়ি ছাড়তো বিকাল ৫:৩০। কিন্তু ১ মার্চ থেকে সেই পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে সিউড়ি তথা জেলার বাসিন্দারা। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি রেল পরিষেবায় বঞ্চিত অভিযোগ জেলাবাসীর। এখন ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার এবং 'হুল' সুপারফার্স্ট এক্সপ্রেস সিউড়ি থেকে হাওড়া যাওয়ার ভরসা এই দুটি ট্রেন। সোমবার সিউড়ি স্টেশনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা এলাকা থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের বাঘা গ্রামের তৃণমূল নেতা সুফল বাগ্দীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রী শ্যামলী বাগ্দী ঠিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা। তৃণমূল বিজেপিকে দায়ী করেছে। যদিও বিজেপি এর পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে। শুনমুনি গ্রামে বিজেপি কার্যালয় পোড়ানোর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

বসন্তে অকাল শিলাবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ মার্চ ভোর তিনটে থেকে ঝোড়ো হাওয়া বজ্রবিদ্যুৎসহ শিলবৃষ্টি হয় চিনপাই গ্রামে। মল্লারপুর এবং ময়ূরেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় এই শিলাবৃষ্টি হয়। বসন্তের এই অকাল শিলাবৃষ্টিতে আমের মুকুল ঝরে যাবে এবং রবিশস্য চাষে ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা কৃষকমহলে।

নাবালিকার বিয়ে ধৃত বাবা ও স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নাবালিকাকে বিয়ে করা ও বিয়ে দেওয়ার অপরাধে নাবালিকার বাবা ও স্বামী ধৃত জয়নগরে। ঘটনায় প্রকাশ, জয়নগর থানার পশ্চিম গাববে।য়া গ্রামের পান্নালাল পালের চব্বিশ বছরের ছেলে সন্তুর সাথে গৌড়ের হাটের বাসিন্দা তাপস দাসের ১৪ বছরের মেয়ের বিয়ে হয় মাস দুয়েক আগে। মেয়ের বাবা দুমাস আগে এই বিয়েটি গোপনে দিয়ে দেয় জেদের বশে। রবিবার পুলিশ জানতে পারে এবং মেয়েটিকে উদ্ধার করে। নাবালিকার বাবা তাপস দাস ও নাবালিকার স্বামী সন্তু পালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত দুমাস ধরে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে ছিল। এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে জয়নগর থানার পুলিশ রবিবার বিকালে মেয়েটির বাবা ও স্বামীকে এই বিয়ের কুফল তুলে ধরেন।

এর থেকে কতটা ক্ষতি হতে পারে নাবালিকা জীবনের উপরে তাঁর সব কিছুই বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা কোনমতেই মানতে চাননি বলে জানায় পুলিশ। এরপর এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা বলেন, এই ধরনের নাবালিকার বিয়ের কোন খবর পেলে আমাদের জানান। এই বিয়ে সম্পূর্ণ রূপে বেআইনি। বেশির ভাগ ক্ষেএে নাবালিকার বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারে, এক্ষেত্রে মেয়ের বাবা ও স্বামীটি কোন কথাই বুঝতে চায় নি। তাই গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছেলের খুনিকে খুন, ধৃত বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠিক দু' বছরের মাথায় নিজের ছেলের খুনিকে গোপনে খুন করেও রেহাই পেল না বাবা। অভিযুক্ত আসামিকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরার নেতৃত্বে তদন্তকারী পুলিশেরা। গত সপ্তাহে অভিযুক্ত রমেন মন্ডলকে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরা ডাকাতিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ২০১৭ সালে চালতা বেড়িয়ার চোরাডাকাতিয়া গ্রামের বাসিন্দা দিবাকর সরদার পারিবারিক বিবাদের কারণে প্রতিবেশী রমেন মন্ডলের ছেলে বাবুসোনাকে খুন করে।

দিবাকর সরদার (৫১)কে সে সময় পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে জামিনে সে ছাড়া পেয়ে যায়। ছেলের এই মৃত্যু মেনে নিতে পারি নি বাবা রমেন মন্ডল। তাঁর পর থেকে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এ বছরের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি রমেন সুকৌশলে পেশায় ইটভাটার শ্রমিক দিবাকর কে নিয়ে বাড়ি থেকে ৭০০ মিটার দূরের চোরাডাকাতিয়া গ্রামের নির্জন এক মাঠে যায়। প্ল্যান মাফিক সেখানে তাঁকে মদের সাথে কীট নাশক মিশিয়ে দূর্বল করে দেয়। তারপরে ভারী জিনিস দিয়ে মাথায় আঘাত করে দিবাকরের। আর তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দিবাকরের। পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি পুলিশ দিবাকরের দেহ উদ্ধার করে। দিবাকরের দেহের পাশে মদের বোতল পড়ে ছিল। পুলিশি তদন্তে অভিযোগের আঙুল ওঠে রমেনের দিকে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ রমেনকে গ্রেফতার করে। এরপরে পুলিশের জেরায় রমেন খুনের কথা স্বীকার করে।

প্ল্যাসটিক মুক্ত ব্লক হবে জয়নগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো ও প্ল্যাসটিক মুক্ত ব্লক গড়তে উদ্যোগী হলেন বিডিও। জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাসের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই বহড়ুর বিডিও অফিসের বিভিন্ন জায়গায় প্ল্যাসটিক ও থার্মোকল ব্যবহার না করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাতে কাজও হয়েছে। এব্যাপারে বিডিও নৃপেন বিশ্বাস বলেন, আমরা প্রাথমিক স্তরে আমাদের অফিসে প্ল্যাসটিক ও থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। ১ মার্চ থেকে ব্লক এলাকার ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ব্যাপারে মাইকিং ও করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান ও সদস্য দের নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনাও করা হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপ হিসাবে পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন কর্মীদের দিয়ে বাড়ি বাড়ি সচেতনতার কাজ, প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় এই সংক্রান্ত হোডিং ও পোস্টারিং, বিভিন্ন বাজার, দোকান, স্কুল, রেল স্টেশন, বাস মোড় সহ বিভিন্ন মোড়ে প্রচার করা হবে। দোকানদারদের প্ল্যাসটিকের বদলে কাপড়ের ব্যাগ দেওয়া হবে বিনামূল্যে খরিদ্দারদের দেওয়ার জন্য। এর জন্য প্রতিটা পঞ্চায়েতে ১০ হাজার করে কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মোট ১ লাখ ২০ হাজার ব্যাগ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা চাই মানুষ এগিয়ে আসুক।

কাউন্সিলর বিজেপিতে

দীপক ঘোষ : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আকড়া মেলাঘাটা এলাকায় বিজেপি পার্টি অফিস দীনদয়াল উপাধ্যায় ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি উমেশ দাস। মহেশতলা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এই ভবন থেকে বিজেপি রাজনৈতিক ও কর্মসূচি ছাড়া এলাকার মানুষের পরিষেবা দেওয়ার কাজ এখান থেকে করা হবে। তাছাড়া আগামী পুর নির্বাচনের সমস্ত রকম কাজ এই ভবন থেকে হবে বলে জানা গেছে, মহেশতলা পুরসভার পাঁচ বারের নির্বাচিত (কংগ্রেস) কাউন্সিলর রমনী নস্কর বিজেপিতে যোগদান করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, এই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডটি তার নিজের নির্বাচিত ওয়ার্ড। তিনি তার বক্তব্যে বলেন মহেশতলা পুর নির্বাচনে দল যদি মনে করে আমাকে প্রার্থী করবে, আমি সেই জয়ের আশায় বিশ্বাসী এবং পুর বোর্ড আমরাই গঠন করবো বলে মন্তব্য করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উমেশ আনন্দ প্রাক্তন অ–বিভক্ত মণ্ডলের সভাপতি, সেখ এরসাদ প্রাক্তন যুব মোর্চার সহ সভাপতি লালমোহন রাম ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি, রাজু চৌধুরী ৩ নম্বর মণ্ডল–এর সভাপতি। স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ার মতো।

এর কয়েকদিন পরে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেমানপুর কালী তলায় শ্যামাপ্রসাদ ভবন নামাঙ্কিত বিজেপি আর একটি রাজনৈতিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি উমেশ দাস সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।মহেশতলা এলাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে বিজেপি–র দুটি রাজনৈতিক কার্যালয়, পুর ভোটের আগে উদ্বোধন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট উদ্দিপনা লক্ষ করা গেছে। উমেশ দাস বলেন দলীয় শৃঙ্খলা বা দলের নির্দেশ প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। সে দিকে দল ও রাজ্য নেতৃত্ব কঠোর নির্দেশ দিয়েছে এ ব্যাপারে দলকে সজাগ থাকতে অনুরোধ করেছেন দলীয় কর্মীদের।

বজবজে তৃণমূলের পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ মার্চ আমতলায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী, বজবজের সংগঠনের ও আসন্ন পুরভোট নিয়ে এক জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন। প্রসঙ্গত বজবজ–১ নম্বর ব্লকের সভাপতি তথা বজবজ বিধানসভার তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্যর অকাল প্রয়াণে পুরভোটের মুখে দল কিছুটা হলেও বেকায়দায় পড়ে। যদিও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বলেই ছিলেন, তিনিই বকলমে বজবজের সংগঠন দেখবেন। এদিন সভা থেকে সকলকে অবাক করে দিয়ে অভিষেক ঘোষণা করেন, বজবজ বিধানসভার পর্যবেক্ষক হবেন ফলতার ব্লক সভাপতি জাহাঙ্গীর খান। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর এই ঘোষণায় বজবজের অনেকেই হতবাক হয়ে যান। যদিও প্রকাশ্যে সকলেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। পরের দিনই জাহাঙ্গীর খান প্রয়াত শ্রীমন্ত বৈদ্যর বাড়িতে যান এবং বজবজের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। আসন্ন বজবজ পুরভোট জাহাঙ্গীর খানের নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে বলেই সূত্রের খবর।

নবান্ন–রাজভবন সংঘাত শুরু

প্রথম পাতার পর

বিরোধীদের পাশাপাশি রাজ্যপালকেও জবাব দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক ভাবে তৈরি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। উল্টোদিকে এই আবহের মধ্যে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমবার বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জাগদীপ ধনখড়। সূত্রের খবর, সেখানেও তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে অমিত শাহ এর কাছে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। সুতরাং, আগামী দুমাস রাজভবন এর সঙ্গে নবান্নের সংঘাত যে লেগেই থাকবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

রাজ্যপাল যখন পুরভোট নিয়ে সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছেন তখন তৃণমূলের মহাসচিব ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় একে প্রচারের আলোয় আসা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে 'প্রচারপাল' বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এই সংঘাত আসন্ন পুরভোটে চরম আকারে পৌঁছোবে। তাঁদের দাবি ফিরহাদ হাকিম বা পার্থবাবু মুখে যাই বলুক না কেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার তথা শাসক দল যথেষ্ট চাপের মধ্যে থাকবে। এর পরেও যদি নির্বাচনী সন্ত্রাস রোখা না যায় তাহলে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নিতে পারে।

VACANCY

For Manufacturing of Electronic Device Gents and Lady Worker Wanted

Address : Scoretach Shevok Road, Siliguri

Contact : 9093062252

করোনা প্রতিরোধে কেন্দ্র–রাজ্য সমন্বয়ের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

চিন থেকে যে ওষুধ কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসে সেটার বিষয়ে যেন কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করে। এর জন্য নিজে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। করোনা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুস্থ থাকতে কি করবেন কি করবেন না এদিন নিজেই বোঝানোর চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি কিভাবে হাত ধোবেন কতক্ষণ পর পর হাত ধোবেন সবকিছুই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী জানালেন, বাঙ্গুর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড করা হয়েছে। এখনও আমাদের রাজ্য তথা জেলায় করোনা আক্রান্তের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবুও আমরা ব্লক স্তরেও হাসপাতাল গুলিকে তৎপর থাকতে বলেছি। আমরা যেকোনও বিষয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। তবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব অহেতুক আতঙ্ক কিংবা গুজব ছড়াবেন না।

শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায় শুধু বেলেঘাটা আইডি বা কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলি নয়, নোভেল করোনার চিকিৎসায় রাজ্য জুড়ে পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। জেলার সব মেডিকেল কলেজ, মহকুমা হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলিতে তৈরি করা হচ্ছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। তৈরি হচ্ছে ভেন্টিলেশন সার্পোটের ব্যবস্থা। যে সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী কাজ করবেন তারা যাতে সংক্রামিত না হন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসপাতালগুলিকে। রোগীদের কলকাতায় না পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে এলে উপসর্গ না থাকলেও ২৮ দিন হোম আইসোলেশন বাধ্যতামূলক। এই সময়ের মধ্যে সর্দি, জ্বর, শ্বাসকষ্টে কোনও অসুবিধা হলে রাজ্য সরকারের ২৪ ঘন্টার কল সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে। এই নির্দেশিকা আসার পরই শুরু হয়েছে তৎপরতা।

উন্নয়ন লাটে উঠেছে

প্রথম পাতার পর

আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বকেয়া বিল না মেটানো পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। ওই আন্দোলনের জেরে লাটে উঠেছে তৃণমূলের দখলে থাকা নাজিরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কাজকর্ম। যদিও ঠিকাদারদের কাছে কাটমানি চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া বর্মন রায়। তিনি বলেন, আমরা বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তরণী কান্ত বর্মণের চক্রান্ত করে ঠিকাদারের দিয়ে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। কেউ প্রমাণ দেখাতে পারবে না আমি ২০ শতাংশ কাটমানি ঠিকাদারদের কাছে চেয়েছি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে পারছি না। মস্তান বাহিনী দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের চারপাশ ঘিরে থাকে। সে জন্য আমি অফিসে যেতে পারছি না। ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনকেও একাধিকবার বিষয়টি জানিয়েছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

আন্দোলনকারী ঠিকাদার তপন কুমার রায়, মহিরউদ্দিন শেখ বলেন, আমাদের কাজের প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা কাজের বিল জোর করে তিন চারমাস ধরে আটকে রেখেছেন প্রধান। বিডিও অফিস থেকে ওই বিল পাশ হয়ে অনেক দিন আগেই এসেছে। বিলের কথা প্রধানকে বলায় বিলের ২০ শতাংশ টাকা কাটমানি হিসেবে না দিলে বিলে সই করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছে। প্রধানের কাটমানি চাওয়ার বিষয়ে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিডিও কে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। তার পরও কিছু না হওয়ায় আমরা বুধবার দুপুর থেকে অফিসে তালা দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্নায় বসেছি। বকেয়া না মিটানো পর্যন্ত আমরা এখান থেকে উঠবো না। দিনহাটা ২নং ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দত্ত বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা দেওয়ায় কর্মীরা ব্লক অফিসে এসেছেন। তাদের থানায় লিখিত অভিযোগ করতে বলা হয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য উন্নয়নের কাজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে দিনহাটা ২ নং ব্লকের নাজিরহাটে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাজিরহাটের শালমারা এলাকা। বোমাবাজি, বাড়িঘর ভাঙচুর থেকে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়েই শুরু হয় বিরোধ। রাজনৈতিক কোন্দলের জেরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান ঢুকতে না পাড়ায় কার্যত লাঠে উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পরে রয়েছে এলাকার এনআরইজিএ, কালভার্ট, সিসি রাস্তা সহ একাধিক কাজ।

জমিজটে আটকে ব্রিজের রাস্তা

প্রথম পাতার পর

২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি এই ঢোষা ব্রিজটির শিলান্যাস করেন তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় প্রায় ১১ মাসের মধ্যে।অন্যদিকে, রাজ্যে মহাপতন ঘটে বামফ্রন্ট সরকারের। ব্রিজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় তা চালু হয়নি। এদিকে বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। আর রাজ্যে ক্ষমতায় আসে মা–মাটি–মানুষের তৃণমূল সরকার। ব্রিজটি নিয়ে তেমন কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি বর্তমান সরকার। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর হয়ে গেলেও প্রশাসন সজাগ না থাকায় রাস্তাজটে থমকে রয়েছে ব্রিজটি।এলাকার সাধারণ মানুষজন ভেবেছিলেন তাঁরা খুব কম সময়ে ক্যানিং ও জয়নগর এলাকার মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো ব্রিজটি চালু না হওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল বেরা,চন্দনা মন্ডল,অলোক রায়,মধুমিতা সরদাররা ক্ষোভের সাথে বলেন এই সেতু চালু না হওয়ায আমাদের খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া, দাঁড়িয়া,হেড়োভাঙার মতো এই সমস্ত জায়গায় যেতে আমাদের কে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।প্রশাসনের উচিত সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে এই সেতুটি চালু করা।

অন্যদিকে, তিলপীর বাসিন্দা আকবর মোল্লা,কুতুবউদ্দিন পিয়াদা সহ কয়েক জন গ্রামবাসী জানালেন,এই সেতু চালু হলে আমরা খুব কম সময়ে জয়নগর ও ক্যানিং থানা এলাকার মধ্যে যাতায়াত করতে পারবো। ধোসা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুলে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রী মোমিনা মোল্লা,অমল সরদার,গগন মাহাতো,হৃষিকেশ নস্কররা জানায় পিয়ালী নদীর উপর ঢোসা ব্রিজটি চালু না হওয়ার কারণে আমাদের স্কুলে আসতে কিংবা যেতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা ব্রিজ দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। তাই ব্রিজটি তাড়াতাড়ি চালু হলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।এ ব্যাপারে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, ২০১২ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন ঢোষা ব্রিজের যাতায়াতের জন্য ক্যানিং ১ নং ব্লকের ঢোষাহাট ব্রিজ হতে যামিনী মোড় সংযোগকারী প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা তড়িঘড়ি করে দিয়েছিলাম ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জয়নগর দিকের জমিজটে আটকে পড়ায় ব্রিজটি চালু করা যায়নি। তবে পুরাতন ব্রিজটি যাতে খুব শীঘ্রই সংস্কার করে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত করে তোলা যায় তার জন্য সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কে জানিয়েছি।

ভোগাতে পারে শাসকদলকে

প্রথম পাতার পর

মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তবে কাটমানি প্রসঙ্গটা এখন নেই। আর পিকে–কে যুক্ত করে পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে, ভাল হয়েছে। পঁচাত্তর দিনের একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করলে জেতাটা খুব ফ্যাক্টর হবে না। লোকসভা নির্বাচনে একটা ধাক্কা আমরা খেয়েছিলাম। সেই ধাক্কাটা এখন আর নেই। কারণ এন পি আর, এন আর সি, ক্যা ইত্যাদি করে বিজেপি সব গুলিয়ে দিয়েছে। পনেরো লক্ষ টাকা দেবার যে কথা দিয়েছিলেন মোদী, তা রাখেননি। আচ্ছে দিনের যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে। ডি–মানিটাইজেশন করে দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ ও ঔদ্ধত্যের কারণে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। ফলে গেম এখন অনেকটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এটাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে।' এছাড়াও বাম–কংগ্রেস জোট প্রসঙ্গে চিরঞ্জিতের বক্তব্য, 'ওদের আসন সমঝোতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত বলে শোনা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখানে ওদের পায়ের তলার মাটিও প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের পরিক্ষেত্র যথেষ্ট ইতিবাচক।'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মগরাহাট–১ ও অতিরিক্ত মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদে শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩/০৩/২০২০ বেলা ৩টা অবধি। বিশদ বিবরণের জন্য মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক মহাশয়ের করণে যোগাযোগ করুন।

Sd/–
Child Development Project Officer
Magrahat–I, I.C.D.S. Project
Usthi, South 24 Parganas

৬৩৯/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০২.০৩.২০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত জয়নগর–২ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী / সহায়িকা পদে শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য প্রকল্প অধিন এলাকার যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। এছাড়াও বিশদ বিবরনের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ইং ২৭/০৩/২০২০ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

উপরিউক্ত সহায়িকা পদের আবেদনকারীকে জয়নগর–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ময়দা গ্রামপঞ্চায়েত ব্যাতীত অন্যান্য ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রে কাজে যোগদান করতে হবে। যেহেতু ময়দা গ্রামপঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং তদসংলগ্ন ব্যাপারে মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতের বিচারাধীন তাই এই গ্রামপঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হল।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত যোগ্যতা অনুযায়ী পরীক্ষায় বসতে পারবে এবং সফল হলে উক্ত সফল অঙ্গনয়াড়ী কর্মী পদে জয়নগর–২ নং ব্লকের অধীনে ময়দা গ্রামপঞ্চায়েত ব্যাতীত অন্যান্য ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রে কাজে যোগদান করতে হবে। যেহেতু ময়দা গ্রামপঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং তদসংলগ্ন ব্যাপারে মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতের বিচারাধীন, তাই এই গ্রামপঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হল।

এস.ডি ./–
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জয়নগর–২, দঃ ২৪ পরগনা

৬৭২/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৫.০৩.২০

মহানগরে

তক্তাঘাটে জেটিতে পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভা কলকাতার এক নজিরবিহীন জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করলো। খিদিরপুর হেস্টিংসের সন্নিকটে তক্তাঘাটে কলকাতার প্রথম কোনও জেটির ওপর পাম্পিং স্টেশন তৈরি করলো। গত ১ মার্চ হুগলি নদীর পাড়ে তক্তাঘাটে এই জেটি মাউন্টেড ইনটেক পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহানাগরিক বলেন, 'দৈনিক ১৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জেটি মাউন্টেড পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে ওয়াটগঞ্জ জলপ্রকল্পের সাহায্যে খিদিরপুর এলাকার ৭৫–৮০ নম্বর এই ছ'টি ওয়ার্ডের পানীয় জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণ সম্পন্ন হবে।' কলকাতা বন্দর এলাকার ওয়াটগঞ্জ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দৈনিক জল উৎপাদন ক্ষমতা, পাঁচ মিলিয়ন গ্যালন। কলকাতা পোর্ট এলাকার একটি বড়ো সমস্যা হল পানীয় জল। স্থানীয় বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের প্রস্তাবানুযায়ী সাড়ে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জেটি তৈরি হল।

এফএআরে ২০০ বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৪০ বর্গফুটের 'এফএআর' (ফ্লোর এরিয়া রেশিও)কে ৮৪০ বর্গফুট 'এফএআর' দেখিয়ে কলকাতা পুরসংস্থা ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বেহালার শিবরামপুরের ডি–১/৪ এফ/৩৫৫, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), কলকাতা ৬১–র একটি ফ্ল্যাটের 'প্রপার্টি ট্যাক্স' এতোদিন যাবৎ আদায় করছিল। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের দৌলতে সে ত্রুটির সংশোধন হল। ফ্ল্যাটের মালিক কল্যাণ ঘোষাল গত ২২ ফেব্রুয়ারি মেয়রকে ফোন করে জানান, এই ঠিকানায় সমস্ত ফ্ল্যাটগুলি একই মাপের। কলকাতা পুরসংস্থা কোনও একটা কারণবশত, আমারটা ৮৪০ বর্গ ফুট ধরে ভ্যালুয়েশন করলো। আমার অনুপস্থিতিতে। অভিযোগের জবাবে, মহানাগরিক ঘোষালবাবুকে জানান, পুরসংস্থার অফিসাররা আপনার বাড়িতে যাবে। আপনার কাছ থেকে একটা অ্যাপলিকেশন নিয়ে একটা 'হেয়ারিং' করে, পুরো সমস্যার সমাধান করে দেবে। কেনও আপনি অতিরিক্ত ট্যাক্স দেবেন। কলকাতা পুরসংস্থা ভুল করেছে। তারাই ঠিক করুক।

আবহাওয়া করোনার উপযোগী নয় : অতীন ঘোষ

বরুণ মণ্ডল : এ মুহূর্তে পৃথিবীর ছ'টি মহাদেশে করোনা ভাইরাসের (কোভিন্ট–১৯) আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সেই হিসাবে কলকাতা মহানগরে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কোন স্তরে আছে? এ বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার উপ–মহানাগরিক তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরের অভিজ্ঞ মেয়র পারিষদ সদস্য অতীন ঘোষ বলেন, আমাদের ১৪৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০–৪০ হাজার রোগী আসেন। সেই রোগীদের মধ্যে যেসব রোগী সর্দি–কাশি–জ্বর নিয়ে আসছে, করোনা ভাইরাসের যে সমস্ত লক্ষণগুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে আমাদের রাজ্য সরকার কলকাতা কলকাতা পুরসংস্থাকে জানিয়েছে, সেই লক্ষণগুলি যদি কোনও রোগীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাহলে আমাদের ওয়ার্ডের প্রতিটিতে যে মেডিকেল অফিসার আছে, তাদেরকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া আছে যে, তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওই রোগীর বিষয়ে বিশদে জানাবেন। এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক সেই রোগীর ডিটেলসটা নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিককে জানাবেন।

আমরা তো রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ঠিক কী অসুবিধা হচ্চে, আমরা তা বলতে পারবো না। কিন্তু কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ ওয়ার্ডের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পুর মেডিকেল অফিসাররা এখনও পর্যন্ত এখন কোনও রিপোর্ট দেয়নি বা এরকম কোনও রোগীর সন্ধান দেয়নি। যার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেছে।

কলকাতাবাসীর মধ্যে করোনা ভাইরাস নিয়ে একটা শঙ্কা আছে। আর মানুষের মধ্যে যদি কোনও শঙ্কা থাকে, সেটাকে নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করাটা সঠিক কাজ বলে আমি মনে করি না। কলকাতার

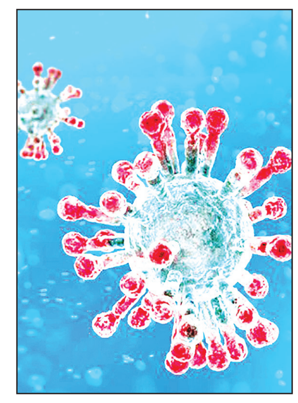

১৪৪টি ওয়ার্ডে যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্ক থেকে বা বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তো আছে। সেইখান থেকেও এমন কোনও তথ্য আমরা এখনও পর্যন্ত পাইনি। যেখানে করোনা ভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে। ফলে যাদের শিক্ষাদীক্ষা খুবই কম, তাদের পক্ষেই এধরনের প্রচার করাটা খুবই সহজ কাজ। কিন্তু যারা সংবাদ মাধ্যমে অবস্থা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সেখানে করোনা ভাইরাসের রোগী আছে কী না? বা ভাইরাস বাতাসে আছে কী না? এটা তো প্রতিদিন কলকাতাবাসী জানতে পারছে। এটা তো লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

আর আমি তো চিকিৎসক নই। চিকিৎসকরাই বলতে পারবে করোনা ভাইরাস কী? 'ভাইরাল ডিজিজ'টা তো এয়ারের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক মানুষজন পশুপাখি কাছাকাছি এলেও হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই কোন শহরে যদি এই ভাইরাস আসে, ঠিক তখনই মাস্কের প্রয়োজনীয়তা আসে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কলকাতা শহরে করোনা ভাইরাসের কোনও প্রভাব কোনও একজনের মধ্যে এসেছে, এরকমও কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আমরা পাইনি। স্বভাবতই মাস্কের প্রয়োজনীয়তা দূষণ রোধের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন। আর সারা ভারতবর্ষেই দূষণ আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে দূষণ বেশি হল, ভারতবর্ষের রাজধানী নয়া দিল্লিতে। তাই দূষণরোধের জন্য মানুষ মাস্ক ব্যবহার করে। রাস্তায় যারা মোটরবাইক চালায় তারা বা অনেক শহরবাসী মাস্ক ব্যবহার করছে। তাই যে কোনও মানুষই তার প্রয়োজনেই মাস্ক পড়তেই পারে। দূষণ থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু করোনা ভাইরাস নামে যে ডিজিজটা যেটা সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়েছে, সেই ভাইরাসের জন্য কলকাতায় সার্জিক্যাল মাস্ক পড়ে কাজকর্মে বেরোতে হবে। এরকম কোনও কারণ এখনও পর্যন্ত ঘটেনি।

আর পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের উপযোগী যে আবহাওয়াটা থাকা প্রয়োজন। সেই আবহাওয়াটা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে নেই। মূলত শীতপ্রধান জায়গাগুলি যেখানে শীতের প্রভাবটা একটু বেশি থাকে, সেখানে এই ভাইরাস অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এখানেই ভয়ের কারণ নেই। আমি বিশেষজ্ঞ নই। তাই আমি এ বিষয়ে বলতে পারবো না। তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শুনে, আমার ধারণা হয়েছে যে, আমাদের দেশে এই ভাইরাস যদি আসেও সেটি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ যে আবহাওয়া প্রয়োজন, সেটা করোনা ভাইরাসের পক্ষে প্রতিকূল।

রঙের উৎসব

দোলের দোলাচল

সুকুমার মণ্ডল : কালে কালে কি যুগই না এলো। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ফাগুন মাস মানেই বসন্তে–র কাল। ঘরে ঘরে এর ওর মায়ের দয়ার কথা ভেসে আসতো, ব্যস্ দিন পনেরোর মত গৃহবন্দী। গায়ে গায়ে গুটি, নিম–ডালের ঝালর বুলানো, তারপর চিঁ চিঁ করে বাইরে বেরুনোর ছাড়পত্র মিলত। বছর বছর টিকে নিতাম বলেই হয়ত আমরা টিকে থেকেছি। আজও বসন্ত সমাগমে কোকিলেরা মাতামাতি করে, পলাশ–শিমুল ফোটে এবং মানতেই হচ্ছে, বসন্ত রোগের দাপট–ও কমেছে। কি ভাবছেন, তাহলেই নিশ্চিন্তি ! কিন্তু ভগবানের মনে সেরকম কোনও ইচ্ছে টিচ্ছে আছে বলে মনে হচ্ছে না। একটা রোগ ঝিমিয়ে পড়েছে তো কি, আরও নতুন নতুন রোগ ঝুলি থেকে বের করছেন, আর আমরা ফের কুপোকাত্। এই দুনিয়া আপনাকে স্বস্তিতে বাঁচতে দিতে নারাজ।

সাম্প্রতিকতম রোগটির নাম এখনকার বাচ্চারাও জানে। এমন বেয়াড়া বিচ্ছিরি রোগটি নাকি সাপ–ব্যাঙ–বাদুড় ইত্যাদি অখাদ্য কোনও প্রাণীদের থেকে মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। নিরামিশাষীরা সোচ্চারে বলছেন, পই পই করে বলে আসছি, অন্য প্রাণীর শবদেহ ভক্ষণ কোরো না, কোরো না। কিন্তু আমাদের কথায় লোভী মাংশাষীরা কবেই বা কর্ণপাত করেছে বলো ! নিষেধ না মানা–টাই যে এখন রীতি। এবার হলো তো, সেই করোনা ভাইরাসের আক্রমণেই অর্ধেক দুনিয়া জবুথবু। অ্যাটম বোমার আতঙ্কের চেয়ে কম কিছু কি। দুনিয়াজুড়ে করোনা ঠেকানোর জন্য সাজো সাজো রব। বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও হু হু করে করোনা ভাইরাসের থাবা নানা দেশে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে করোনার বাছবিচার নেই, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গরিব দেশ, ইউরোপের ঝাঁ–চকচকে জনপদ কিংবা সোনায়–মোড়া আরব–দুনিয়া, কারোকে ছেড়ে কথা বলার বান্দা নয় করোনা। এ এমন এক বিতিকীচ্ছিরি ভাইরাস্ যার ঠিক মত প্রতিষেধক এখনো মানুষের হাতে এসে পৌছায় নি। কি ওষুধ দেবো, তা ভেবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে দুনিয়া–জুড়ে ডাক্তারদের মাথায় টাক পড়ার যোগাড়। এই এক ভাইরাসের চোখ–রাঙানীতে আমদানী–রপ্তানীতে ভাটার টান, তেলের দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে, বাণিজ্যে মন্দার কালো ছায়া, জাহাজ–উড়োজাহাজ–ট্রেন সবকিছুর চলাচলেই রাশ পড়েছে। মানুষের দেশ–বিদেশ ঘোরার ভাবনাতেও বিরাট জিজ্ঞাসা–চিহ্ন জুড়ে বসছে। পৃথিবী–জুড়ে এমন ব্যাপক চাঞ্চল্য গত বিশ বছরে আমরা দেখিনি। শুধু চীন নয়, জাপান–ইউরোপ–মায় আমেরিকা করোনা–র আতঙ্কে সকলে তটস্থ, সব্বাই সিঁটিয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশ–ই বা বাদ যায় কেন। সামনেই বসন্তোৎসব, দোল, হোলি খেলা। কিন্তু সেখানেও ভয়ের ভ্রুকুটি। রঙের মধ্যে দিয়ে না জানি কিভাবে যদি করোনা ছড়িয়ে পড়ে তা হলেই চিত্তির। একটা বছর রঙ–খেলা না হয় মুলতুবিই রইল, আপনি বাঁচলে ...। খোদ রাষ্ট্রপতি ভবনে সরকারি নির্দেশে হোলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে এবছর আবীর–রঙের ব্যবসায় মন্দার আঁচ। প্রতি বছর দোলের দিন যাঁরা নিজেদের ঘরবন্দী করে ফেলেন তাঁরা হাঁফ ছাড়তে পারেন। অ্যাই ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, নো বাঁদুরে রং, অনলি আবির, চুলে নয়, চুলে নয়, স্কীনে নয়, এখানে নয়, ওখানে নয়, কোনও দুষ্টুমি নয় – এমন হাজারো অনুনয় এবছর হয়তো বেশি করতে হবে না আপনাকে। যে শত্তুর করোনা ভাইরাস এ বছরের দোলের আনন্দে এমন করে খামচা মেরে দিল, তাকে বশ করার ওষুধ না বের করতে পারলে কিন্তু স্বস্তি নেই। বিজ্ঞানীরা হয়তো বসেও নেই, তবুও আমরা সেই নেপথ্য সৈনিকদের সাফল্য প্রার্থনা করছি। মনে মনে রোজ বলছি, করোনা–কে জব্দ করার জন্য একটা কিছু করো প্লিজ, যত তাড়াতাড়ি পারো একটা কিছু করো না।

কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০' আইনানুযায়ী অষ্টম কলকাতা পুর নির্বাচনে রাজ্যের 'প্রদেশ কংগ্রেস' ও বামফ্রন্টের মধ্যে যে 'আসন সমঝোতা' হয়েছে সেই অনুযায়ী কলকাতা পুর সংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস ৬২টি ওয়ার্ডের একটি তালিকা ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট নেতৃত্বকে দিয়েছে। এর মধ্যে থেকেই ৪০–৪৫টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, ২০১৫তে প্রদেশ কংগ্রেস ৩১ নম্বর ওয়ার্ডটি বাদে বাকি ১৪৩টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জয়ী হয় ২৯, ৪৩, ৪৫, ১৩৫ ও ১৪০ এই পাঁচটি আসনে। যা ২০১০ এর তুলনায় পাঁচটি আসন কম। হাত ছাড়া হয়েছিল ৬,৫৫,৭৯–৮০, ৮৮, ১৩৮ ও ১৪১। যদিও বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের হাতে আছে মাত্র দু'টি আসন। ২৯ ও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড দু'টি। যদিও হাওয়ায় ভাসছে এবার ২৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেস প্রার্থী প্রকাশ উপাধ্যায় লড়াই নামছে তৃণমূল সমর্থিত প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে। এবং প্রকাশকবাবুকে জিতিয়ে আনার জন্য তৃণমূলের এক স্থানীয় বিধায়ককে তৃণমূল নেতৃত্ব সে দায়দায়িত্ব অর্পণও করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। যদিও প্রকাশবাবুর বক্তব্য, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের প্রতি অগাধ আস্থা আমার। কারণ, এখানে ভোটাররা উন্নয়নের নিরিখেই ভোট দেবেন। এ আত্মবিশ্বাস আমার আছে।

দাম কমলো কেরোসিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কমবেশি দীর্ঘ তিন বছর বাদে কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের মাধ্যমে দেওয়া নীল কেরোসিন তেলের ভরতুকি সমেত দাম লিটার প্রতি ২২.৩ পয়সা কমিয়েছেন। এর ফলে, স্থানীয় বিক্রেতার কাছে মার্চ মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা ১ মার্চের পরে পৌঁছবে, তার দাম বর্তমান খুচরো দামের থেকে লিটার প্রতি ২২.৩ পয়সা কমে যাবে। এবং ওই দামের সঙ্গে জিএসটি যুক্ত হয়ে খুচরো দাম নির্ধারিত হবে। প্রসঙ্গত, নীল কেরোসিনে ভরতুকির পরিমান বিলুপ্তির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি মাসে লিটার প্রতি ২৫ পয়সা করে দাম বৃদ্ধি করে।

পচা পুকুরে গোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্ব বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ১২১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ৫৩, বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা–৩৪ এই ঠিকানায় বিড়লাদের একটা বৃহদায়তন 'পচা পুকুর' নামাঙ্কিত পুকুর রয়েছে। এই পুকুরের জলের সংস্কারের পরও এখনও পুকুরটির জল গোবর গোলা জলের মতো। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এমনই অভিযোগ জানালেন ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা ডলি মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ শুনে তাজ্জব মহানাগরিক। পুকুরের জল কী পচে গেছে? স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়কে এতোদিন বলেন কেন? ডলি দেবী জানান, পুকুরটির নাম 'পচা পুকুর'। আর মানিকদাকে জানানোয় পুকুরের জলের শোধন হয়েছিল তাও পুকুরটির জল গোবর গোলা জলের মতো। অভিযোগের জবাবে মহানাগরিক বলেন, ঠিক আছে দেখছি। 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে'র (পি. এম. ইউ) অফিসাররা দু'তিনদিনের ওখানে যাবে।

১৫ দিনে বহুতলের বিল্ডিং প্ল্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে এ পর্যন্ত যে যে কাজগুলি হয়েছে, তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি বরঞ্চ ক্ষতি হয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে 'ঈজ অফ ডুইং বিজনেস (ইওডিবি)'–এ তড়িঘড়ি করে এই ধরণের আইন পাস করানোর ক্ষেত্রে আরও একটু ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবাশিস মুখোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন। অভিযোগের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, যখনই কোনও স্বচ্ছতার প্রশ্ন আসে, তখনই এই 'ঈজ অফ ডুইং বিজনেস' স্বচ্ছতার প্রশ্ন হল, কলকাতায় যদি কেউ বিল্ডিং–এর প্ল্যান জমা দেয়, সেই প্ল্যান ১৫ দিনের মধ্যে তার ফায়ার লাইসেন্স, মিউটেশন বিভিন্ন জায়গায় দ্বারে দ্বারে তার লোককে ঘুরতে হতো। একটা প্ল্যান পাস করাতে গেলে গড়ে ৩০০ দিনের বেশি সময়ে, একটা প্ল্যান পাস করতো। সেখানে যদি অনলাইনে 'ঈজ অফ ডুইং বিজনেসে'র জন্যই হোক অনলাইনে যদি কলকাতা পুরসংস্থা একটা 'অ্যাডহক' করে। যে ১৫ দিনের মধ্যে সেখানে আমাদের ফায়ারের পার্মিশন, ল্যান্ডের পার্মিশন, মিউটেশন, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমোদন– এই সমস্ত পার্মিশন দিতে যদি একটি 'সিঙ্গল উইন্ডো'তে কলকাতা পুরসংস্থা যদি কাজ করে। তাহলে বিরোধী সদস্যদের এতে আপত্তিটা কোথায়? যদিও তিন কাঠার নীচে কেবল বিল্ডিং প্ল্যান অনলাইনে জমা করে কাজ শুরু করে দেবে। পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর দেখে নেবে যে প্ল্যান অনুযায়ী কাজটা হয়েছে কী না। এ বিষয়ে পুরো দায়দায়িত্ব 'লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারের (এল বি এস)'। আর যদিও অন্যান্য বিল্ডিং–এর ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে 'স্যাংসন' কলকাতা পুরসংস্থা দিতে চায়। তাহলে আপত্তিটা কোথায়? বুঝলাম না। আসলে আপত্তিটা হচ্ছে, বামেদের সময় ওনারা অনেকগুলি সিস্টেম করে ছিল।

জিএসআইয়ের ১৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্রের (জিএসআই) ১৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সংস্থার মহানির্দেশক এম শ্রীধর জানিয়েছেন,দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটির গভীরে থাকা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা জিএসআই কার্যালয়ের ভূ–বিজ্ঞানীদের সমন্বয় রেখে একযোগে কাজ করারও আহ্বান জানান এম শ্রীধর। ভূমি ধ্বসের আগাম সতকর্তা, ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে জিএসআই কাজ করছে। অনুষ্ঠানে জিএসআই–এর কর্মী সন্তোষ কুমার ঠাকুরকে ২০১৯এর ভিজিলেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। জিএসআই–এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

রঙের উৎসবের এখনও দুদিন বাকি। কিন্তু প্রাক দোলখেলায় মেতে উঠেছে বঙ্গবাসী। বন্ধু এক আশা সাউদার্ন এভিনিউর মাঝের প্রাঙ্গণে সকলকে নিয়ে দোল উৎসবে মেতেছিল ৬ মার্চ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে রাঙিয়ে উঠুক সারা দেশ। সেই ভাবনায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। এছাড়াও শিশুদের নাচ, গান, আবৃত্তিতে, বিশেষ শিশুর গানে, তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায় রুদ্র পলাশের নাচে রঙিন হয়ে উঠেছিল বিকেল। রঙ লাগুক সকলের মনে, সকলের প্রাণে।

সনাতন সংস্কৃতির অঙ্গনে শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্

অমিতাভ সেন

৬০ দশকের শেষদিকে আগুন লাগানোর অতি উগ্র দিনগুলোতে শিক্ষকের এক মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টচার্য, অধ্যাপক মানবেন্দ্র মৈত্র। জেলায় জেলায় ঘুরে পুত্রসম ছাত্রদের উগ্রপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীযুগে এই অধ্যাপকবৃন্দ অ্যাসোশিয়েশন অফ কনসার্নড টিচারস্ প্রতিষ্ঠা করেন (এসিটি)। এই শিক্ষক সংঘের সপ্তদশ সম্মেলন গত ফেব্রুয়ারি ৯ তারিখ উত্তর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিদ্যানুরাগী সম্পাদক উদয়ন গাঙ্গুলি বলেন এ বছর ৩৪ জন মেধাবী ছাত্রকে ৫০০ টাকা করে প্রতিমাস বৃত্তি দান করা হয়েছে। এসিটি–এর সদস্যবৃন্দ নিজেরাই এই দায়িত্ব পালন করেন; সরকার বা কর্পোরেট হাউস–এর অর্থ সাহায্য নেন না। এতাবধি যত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে তার একটা ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি করা দরকার।

সঙ্গে এটাও দেখা দরকার বৃত্তি প্রাপকরা যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠেছে, না টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং–এ নাম লিখিয়েছে। জেএনইউ/জেইউ তে বিদ্যাদেবীকে যেভাবে বেনাকাব করা হচ্ছে তাতে এ প্রশ্ন অমূলক নাও হতে পারে। সরস্বতীর বরপুত্ররাও এমন কিছু প্রসঙ্গে মসীজীবিতা করছেন– মনে হচ্ছে না–তাঁরা সাধনলব্ধ জ্ঞানের প্রতি সুবিচার করছেন। গত ১ ডিসেম্বর ২০১৯ শিক্ষকদের এই সংগঠন ক.বি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। বিষয় : এনআরসি ও শরনার্থী সমস্যা। দুর্ভাগ্য, নিমন্ত্রিত হয়েও আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর আয়োজন সম্পাদক মহোদয় করেছেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাষণের Excerpt সবাইকে দিয়েছেন। সেখান থেকে দুই একটা লাইন উদ্ধার করে threadbare আলোচনা করার চেষ্টা (আমার বিদ্যেবুদ্ধি মতো) করবো। উদ্ধৃতিগুলির আক্ষরিক রূপ এই মতো–

(১) অধ্যাপক শুভ্রনীল চৌধুরী : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস কোনওভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তারা মহাত্মা গান্ধী হত্যার মতো জঘন্য কাজ করেছে...

(২) অধ্যাপক পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য: দীনদয়াল উপাধ্যায়কে অসমে হত্যা করা হয়। বলা হয়েছিল কম্যুনিস্ট এবং মুসলিমরা তাঁকে হত্যা করেছিল।

আমার যতোটুকু জানা আছে ১৯৫১ সালে শুধু অসমের জন্য এনআরসি চালু হয়েছিল। কিন্তু গোপীনাথ বরদলোই, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ–এর চাপাচাপিতে নেহরু এ নিয়ে বেশি এগোননি। এর আগে শ্রীহট্ট হিন্দু প্রধান জেলা ভারতভুক্ত হবে কিনা এই নিয়ে প্রচারের কমিক নাটক করা হয়। অধ্যাপক তথাগত রায় তাঁর গবেষণালব্ধ পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সব রকম প্রামান্য রেফারেন্স আছে সেখানে। ৮০ সশকে আসু ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে

তখন রাজীব গান্ধি শুধু অসমের জন্য এনআরসি চালু করেন। সেই অসমাপ্ত কাজ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়। অধ্যাপক অরিন্দম দত্ত বলেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শ্রমজীবী মানুষকে অসমে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। এই বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী হিসাবে আমার আসামে থাকার ও কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আসামের অর্থনীতি তিনটে— এর ওপর নির্ভরশীল টি, টিম্বার, ট্যানারি এবং তিনটেই বৃহৎ পুঁজির কারবার। ইংরেজ আমল থেকেই পুঁজিপতিরা এই কাজে স্থানীয় মানুষকে বর্জন করেছিল। অসমে একটি কথা চালু ছিল : আলি–কুলি–বাঙালি। আলি মানে পূর্ববঙ্গ (পাকিস্তান) থেকে আসা মুসলমান কৃষি শ্রমিক; কুলি– বিহার/ইউনাইটেড প্রভিনস (উঃ প্রঃ) থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষ; বাঙালি– বোঝা যাচ্ছে করণিক থেকে জেনারল ম্যানেজার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কেভেনাটেন্ড মানুষ। অসমীয়া মানুষের কাজ ছিল নারীলোলুপ সাহেবদের খিদে মেটানো। ইংরেজ শাসক বিভিন্ন ভারতীয় জাতিসত্তাকে এক একটা বদনামে tagged করেছিল, যেমন NAGA- The Head Hunters, লোধা শবর Criminal race সেইরকম অসম–অলস নেশুড়ে মানুষ। অসম বঞ্চনার শিকার শুরু থেকেই। একজন বৃদ্ধ village school master তাঁর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধে। কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কলকাতার এক স্কলার অসমীয়া ভাষাকে বাঙলার উপভাষা বলে বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছিলেন। এর প্রতিবাদ করেছিলেন মহা পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়া। মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। মহাবীর রাজা লাচিত বড়ফুকন জেহাদিদের অসমের মাটিতে ঢুকতে দেননি। মিরজুমলার কবর সকড়িগলি ঘাটে পড়ে রয়েছে। সেই বীরস্বভাব সমাজের মানুষকে অলস বললেই হলো? তাদের ভাষাকে অর্বাচীন প্রমাণ করা যাবে কিভাবে। অনেকের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন কেন? লক্ষ্মীকান্ত লিখেছেন– রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে কানে কম শুনতেন। সে আলোচনা তাঁর কানে পৌঁছায়নি। কিন্তু বহুদিন এর এই বঞ্চনা বঙাল খেদা নামে বিস্ফোরিত হলো। তার রেশ ধরেই আসুর আন্দোলন এবং ৮৫ সালের অসম একর্ড ১৯ লক্ষ মানুষের নাম এনআরসিতে আসেনি সত্য, কিন্তু ১ লক্ষ ৭৬ হাজার নবান্নে, ৪২ হাজার কেজরীর টেবিলে পড়ে আছে সেটা প্রতীক হাজেলাই তো বলেছেন। কিন্তু এই ১৯ লক্ষ মানুষের জন্য পথ তো শেষ হয়ে যায় নি। শরণার্থী শিবির যারা ভিসা জ্যাম্প করে তাদের জন্য। সারা দেশে এনআরসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং রামলীলা ময়দানে। কাজেই এই মুহূর্তে এনআরসি–র ওপর সেমিনার ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে গাত্রে হলো ব্যথা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস অংশগ্রহণ করেনি। সংঘ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংঘের একমাত্র লক্ষ্য চরিত্র গঠন। বিশ্বভারতী, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সংঘ ও কোনও রাজনৈতিক কর্মে সংগঠন সত্তা নিয়ে অংশ নেয়নি কিন্তু প্রতিজন স্বয়ং সেবক হয় কংগ্রেস নয় হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কিন্তু জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। আদিসর সঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় ডাক্তারজি ২ বার কারাবাস করেছেন। খলিফাকে পদচ্যুত করার পর খলিফাৎ (CALIPHET) মুভমেন্ট কে গান্ধিজী খিলাফৎ (অংগরে জো কা খিলাফ) বলে প্রচার করার চেষ্টা করলেন, সেদিনই তোষণবাদীতার সূচনা হলো। পরম পূজনীয় ডাক্তারজী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। পরম পূজনীয় দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল মোগলসরাই স্টেশনে, অসমে নয়। এক প্রাজ্ঞ অধ্যাপক সংশোধন করলেন– আসানসোলে, আর যিনি ধাক্কা মেরেছিলেন মোদী তাকেই ভারতরত্ন উপাধি দিয়েছে। এটাও বামাচারী ভূয়োজ্ঞান– যা আগে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিল এই বলে যে– স্টিফেন হাউসের মালিক প্রফুল্ল সেন। গান্ধী হত্যা নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে কংগ্রেসের পাপ্পু contempt কেস খেয়েছে। জ্ঞানী অধ্যাপকের মুখে আলপটকা মন্তব্য মর্যাদা বাড়ায় না। ডঃ অরবিন্দ দত্ত খুব সুন্দর বলেছেন– আরএসএস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত। সরস্বতীর বরপুত্রদের বিপরীত হওয়া উচিত। যেথা তার যতো ওঠে ধ্বনি, আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনই।

ACT একটা আনন্দের উৎসাহ– সবার নিমন্ত্রণ। আনন্দধ্বেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দানি জাতনি জীবন্তি। জয় হোক, তব জয়!

মাঙ্গলিকী

৩১তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: ৩১ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হলো কোচবিহার সদর ২নং ব্লকের বানেশ্বর খাবসা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর এর ব্যবস্থাপনায় শনিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন, কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর প্রমূখ। শুধু কোচবিহার জেলাই নয়, এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার এর বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, এসজেডিএ চেয়ারম্যান বিজয় চন্দ্র বর্মন প্রমূখ।

এদিন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বৈরাতী নৃত্যের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় অতিথিদের। এরপর মূল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় এই প্রতিযোগিতার। এদিন থেকে শুরু হওয়া রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা চলবে মার্চ মাসের ১, ২ ও ৩ তারিখ পর্যন্ত । এই রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি ব্লক অংশগ্রহণ করবে। ব্লক স্তরের যে সব শিল্পীরা প্রথম স্থান অধিকার করবে তাদেরকে নিয়ে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে কোচবিহারের কৃষ্টি , সংস্কৃতি ভাওয়াইয়া সঙ্গীত এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে যাবে বলে দাবি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গানের পাশাপাশি ভাওয়াইয়া সংস্কৃতি সংকট ও উত্তরণ শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। প্রতিদিন থাকছে আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান। কুশান ও বিষহরি পালা স্থান পেয়েছে উৎসবে। ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহৃত সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনী ও রয়েছে এই অনুষ্ঠানে।

উৎসব মঞ্চকে তিন দিন আলাদাভাবে বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পীর নামে উৎসর্গ করেছেন উদ্যোক্তারা। বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী নায়েব আলী টেপু, সুরেন বসুনিয়া, গঙ্গা চরণ বিশ্বাস, হরিশচন্দ্র পাল ও সুনীল দাস দের নামে দিবসগুলোকে উৎসর্গ করা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় কোচবিহার জেলার সাথে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা কয়েকশো শিল্পী অংশগ্রহণ করছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৮৯সালে এই প্রতিযোগিতাকে রাজ্য স্তরে উন্নীত করা হয়।

ঐহিকের বাংলার নটনটী, তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০–৩০ মিনিটে শুরু হল ঐহিকের সারাদিন ব্যাপী নাট্যোৎসব। বাংলার নটনটী নাট্যোৎসব। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন দেবু চক্রবর্তী, সুস্মিতা দাস, উত্তম সরকার এবং কাউন্সিলর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করেছে এই উৎসবে। উদ্বোধনী ভাষণে দেবাশিস কুমার বললেন নাটক একটা আন্দোলন। আন্দোলনে বেশি মানুষ থাকেনা। জ্যেষ্ঠ সবসময় শ্রেষ্ঠ হয় না। দর্শক সমাগম বেশি হলে শিল্পীরা অভিনয় করে আনন্দ পান।

অভিনীত প্রথম নাটক বাগুইহাটি সহজিয়ার 'জড় আয়ু'। একক অভিনয়। কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিয়ে আকাশ ও স্বপ্নলতার স্বপ্ন ভঙ্গ। অভিনয়ে সুদেষ্ণা সেন, নির্দেশনায় অন্বেষা সেন।

দ্বিতীয় নাটক 'ভাঙা বাংলার মেয়ে বুলা'। প্রযোজনা–হাওড়া নবনাট্য। বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় ছিন্নমূল বাঙালি কন্যার করুণ কাহিনী। অনেক সংলাপ বোঝা যায়নি। কাহিনী জ্যোৎস্নাময় ঘোষ। অভিনয় বৃষ্টি সান্যাল, নির্দেশনায় আনন্দ গাঙ্গুলি। এটাও একক অভিনয়।

তৃতীয় নাটক ক্লাসিক চন্দননগর প্রযোজিত 'আমাকে মারুন'। কাহিনী বিপ্লব মজুমদার, নাট্যরূপ শংকর বসুঠাকুর। নির্দেশনায় চিন্তা মুখার্জী। মার খেয়ে রোজগার করা– এ এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। ভাল অভিনয়। চিন্তা মুখার্জী, হেড মাস্টার কাজল চক্রবর্তী, শিক্ষক তুষার ভট্টাচার্য প্রত্যেকেই ভাল অভিনেতা।

৪র্থ নাটক – 'নাটক বনাম জীবন'। প্রযোজনা কোরাস। এক মধ্যবিত্ত ভেতো বাঙালি বর্তমানে রিটায়ার্ড। কিন্তু নাটক ভালবাসে। নাটকে একটা ভাল চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কেউ তাকে ভাল চরিত্র দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে না, তাকে দিয়ে ফাই ফরমাস খাটায়। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তবে তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না, তাই একদিন শিল্পী বিদ্রোহ ঘোষণা করে কৈফিয়ত দাবি করে বসে। পরিশেষে সে বুঝতে পারে কেউ তাকে জায়গা ছেড়ে দেবে না, নিজেই নিজের জায়গা করে নিতে হবে। শেষে সে নিজেই দল গড়ার সংকল্প নেয়। এটাই বহু দলের বর্তমান চালচিত্র। সকলেই ভাল শিল্পী। বিথিকা নাথের মাথায় বারুদ আছে। অমরবাবু এবং প্রেমাংশুবাবুকে বলছি একটু কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। বিষয়টা আমাকে ভীষণ টেনেছে। নাট্যদল গুলির এ নাটক দেখা উচিত। অমর চক্রবর্তীকে একটা উষ্ণ অভিনন্দন।

৫ম নাটক মিউনাসের 'অপেক্ষায়'। নির্দেশনায় উৎসব দাস। রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অশিক্ষিত দাদাদের কাছে শিক্ষিত রুচিশীল মানুষ আর কতদিন এই দুর্ভোগ ভোগ করবে? এখন শিক্ষাক্ষেত্রেও আরাবুলদের প্রাধান্য অনেক বেশি। একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক ও তার স্ত্রী সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে আছে। কাহিনী এখনও পূর্ণতা পায়নি তবে পূর্ণতা প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে। অভিনয়ে রত্না ধর, দেবাশিস ও মলয়। সকলেই ভাল অভিনয় করেছে। মুনমুনের তালিম দরকার, সঙ্গীত বড় তালিম নির্ভর।

৬ষ্ঠ নাটক 'যাদববাবুর চামচা'। প্রযোজনা ঐহিক, নির্দেশনায় স্বাতী রায়। শুধু চামচাই বা বলি কি করে। একেবারে মূর্তিমান ঘটক। যাদববাবুর মেয়ে রূপরেখার হিল্লে করার দায়িত্ব প্রাপ্ত মোসায়েব। হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা। অরিন্দম ঘোষ, বিভাস ঘোষ দুজনেই ভাল অভিনয় করেছেন। কাহিনী শীর্ষেন্দু মুখার্জী, নাট্যরূপ অরিন্দম রায়।

৭ম নাটক 'আবছায়ার আলো' প্রযোজনা কলকাতা নাট্যজন। নির্দেশনায় জনার্দন পাইক। বাবা মায়ের বোঝা পড়ার অভাবে সন্তানদের যে কি দুর্বিসহ পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তার এক মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। নাটকটি সৌমেন রায় এবং তিস্তা পাইক এর যুগলবন্দি। শিশু শিল্পী তিস্তা সকলের চোখে জল এনে দিতে পেরেছে।

৮ম নাটক 'তারপর'। প্রযোজনা চন্দননগর সারং ক্রিয়েশন। ক্রাইম থ্রিলার। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলে এক দম্পতির শোচনীয় ইগোর লড়াই। কে কাকে পাঙ্গা নিতে পারে। বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে তৈরি (Double Agent) এর মতো রোমহর্ষক কাহিনী। মধুমিতা দাস চ্যাটার্জী এবং দীপ্যমান চ্যাটার্জী দুজনেই ভাল অভিনয় করেছে। নির্দেশনায় পিয়াল ভট্টাচার্য। নাটকটায় অনেক শেড আছে। আরও বিস্তৃত করণের অবকাশ আছে।

৯ম ও শেষ নাটক থ্রী প্রযোজিত নাটক 'Paul Gomra' একজন অসফল ব্যক্তির আত্মচরিত। মেটোমরফোসিস এর আদলে তৈরি। সাহসী পদক্ষেপ। এখনও পরীক্ষামূলক উপস্থাপনা। এটা একটা ইশারা, ফলে কোন ডিটেলিং এ যাবার স্কোপ এখনও পায়নি। অভিনেতা রৌনক ভাল শিল্পী। নির্দেশনায় শান্তনু মল্লিক।

সব ভাল যার শেষ ভাল তার। সমগ্র অনুষ্ঠানের মধুরেণ সমাপয়েৎ। সৃষ্টি সুখের উল্লাসী ঐহিক বারবার প্রমাণ করেছে নাট্যদল হিসাবে ওরা একটু ভিন্ন ধরনের। ওদের স্বতন্ত্রতাই ওদের মূলধন।

চন্দননগর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিন উৎসব

মলয় সুর, চন্দননগর : শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী চন্দননগর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে শনি ও রবি (২৯ ও ১ মার্চ) দুদিন অনুষ্ঠিত হল প্রথমবারের লিটল ম্যাগাজিন মেলা উৎসব। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে প্রথমে যদি শিক্ষাগ্রহণ করা হয় তা হলেই অন্যান্য ভাষা শিক্ষা সহজ হতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের কথা তুলে ধরলে সকলের শিক্ষা শুরু হয়েছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫টি প্রকাশনা সংস্থা আসে। মেলার পাশাপাশি নানা সাহিত্যচর্চা বসেছিল। যেমন গল্পপাঠ, কবিতা পাঠের আসরও থাকে। লিটল ম্যাগাজিন মেলা উদ্বোধন করেন চন্দননগর মহকুমা শাসক মৌমিতা সাহা। পাশাপাশি ছিলেন লিটল 'ছায়াবৃত্ত' পত্রিকার সম্পাদক হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান শরদিন্দু ভুঁইয়া এদের সংস্থার তরফে সংবর্ধিত করা হয়। গ্রন্থাগারের সভাপতি তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অশোক সাউ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত হন। পাঠাগারের ভিতর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রিনা ঘোষ ও শাশ্বতী চ্যাটার্জী।

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডক্টর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই হুগলি জেলায় সবচেয়ে বেশি গ্রন্থাগার রয়েছে। ১৮৫৪ সালে চুঁচুড়াতে স্থাপিত হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। যদিও বর্তমানে চুঁচুড়াতে সেই লাইব্রেরিটি ধ্বংসাবশেষ হয়েছে। এরপর কোন্নগরে, উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি ইত্যাদি। এদিন নৃত্যগোপাল পাঠাগার মঞ্চে অরুন্ধতী সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'আত্মজ' পত্রিকা উন্মোচিত হয়। এদিকে সোমনাথবাবু বলেন, আগামী মাসে ছোটদের বইমেলা এই লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ছোটদের জন্য কচিপাতা দে'জ পাবলিশার্স এবং ইংলিশ বইয়ের বিপুল সম্ভার থাকবে। এরমধ্যে মঞ্চে বাউল শিল্পী গোবিন্দ ব্যানার্জী বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। চন্দননগর পুস্তকাগারের লাভার্স গ্রুপ যাঁদের সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড সফল হয়। তাঁরা হলেন সুমন্ত পাল, পরাশর দে সরকার, সাগর সেন, স্বাতী দেবনাথ, সুমিতা দাস। ১৯২০ সালের ২৩ মে দেশশ্রী হরিহর শেঠ স্থায়ীভাবে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ভবনে চন্দননগর পুস্তকাগার স্থান পায়। সেই সময় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মার্চ বারাতলা ভাই ভাই সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা। ১০টি দল এতে অংশ নেয়। জয়নগর (হাওড়া) পল্লিশ্রী বিদ্যানিকেতন ১ম হয় দলগতভাবে। ২য় হয় আলমপুর সূর্যসারথী বালিকা টিম। তৃতীয় হয় বুড়ুল উদয়ন সংঘ গার্লস টিম। শ্রেষ্ঠ কমান্ডার নির্বাচিত হয় জয়নগরের শোভন পাল। শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটে ১ম হয় কিংশুক মিস্ত্রি, ২য় হয় কার্তিক সরদার ও তৃতীয় হয় রণিতা দাস। এর আগের দিন হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা,

যোগ প্রদর্শন করে ৪টে গ্রুপ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, শট পার্ট, ফুটবল, ভলিবল, খোখো ইত্যাদির প্রতিযোগিতা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিবেদিত ছিল প্রয়াত শিক্ষক হাবিবুর রহমান মোল্লার স্মৃতিতে। যাঁর হাত ধরে এই ক্লাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিনি জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনার। আজীবন সদস্য ছিলেন এবং কবাডি খেলোয়ার রূপে জাতীয় দলের সদস্য ছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান জিয়াউল মোল্লা বর্তমানে ক্লাবের সম্পাদক। প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতর ধানচাষের জমিকে সমতল করে দুদিন ব্যাপী এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সত্যিই কষ্টকর।

১ মার্চ ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হাজি আব্দুস সালাম মোল্লা। প্রচুর অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বর্ধন করে। উপস্থিত ছিলেন বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি, এলাকার সদস্যা, প্রধান, দেবনাথ অধিকারী, অনিল নস্কর, নোদাখালি থানার আই সি মৌসুমী বিবি, আমিনুর রহমান কাসেমী, জনাব শেষ আব্দুস মান্নান, হিমুদা এবং আরো অনেকে।

বসন্তের ক্যানভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনালয়ে তিন দিন ব্যাপী বসন্তকালীন চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল, আয়োজন করেছিল অভিবন্দনা। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বনামধন্য চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিত্রকর বাদল পাল, স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী এবং চিত্র সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী তপন চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শুভঙ্কর চক্রবর্তী। প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন।

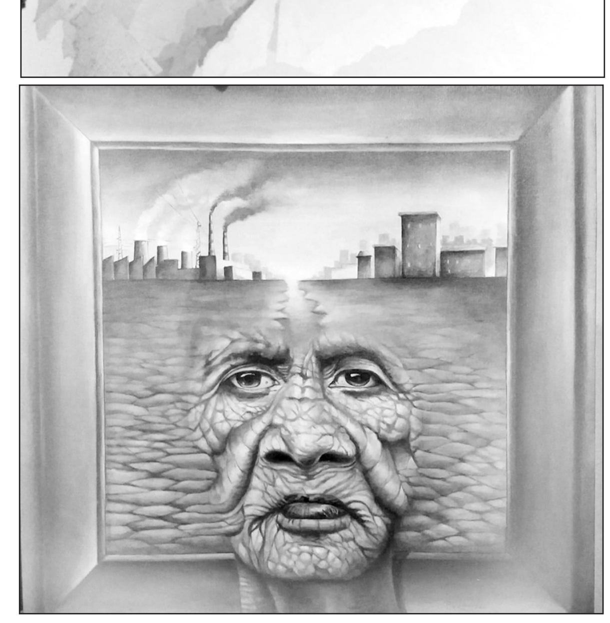

প্রদর্শনীতে অন্যরূপ এনে দিয়েছে বিকাশ দাসের একটি মৃণাল সেনের কোলাজ। বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে এই কোলাজ সত্যিই বাহবা কুড়িয়েছে সকলের। সুস্মিত মুখোপাধ্যায়, প্রণব নন্দী, রাহুল নাথের ছবিগুলির ভাবনা ও বিষয়বস্তু ছিল খুবই ভালো। অলকানন্দা দাসের এরাও দুর্গা শীর্ষক ছবিগুলির ভাবনাও সকলের প্রশংসা পেয়েছে।

সুজাতা ঘোষের ছবিটি ছিল একটু অন্য ধরনের। আঁকা ছবির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল সত্যিকারের নামাবলির টুকরো। সুদর্শনা দে, স্রগধারা ভৌমিক, সুবীর রায়চৌধুরী, দোলনচাঁপা মৈত্র, জয়তী সাউ, বিশ্বজিৎ পাল, দীপশিখা দাস, শান্ত কোনার, রাহুল নন্দী, অম্বরতোষ, শৌভিক ব্যানার্জীর রঙের বিন্যাসও বিশেষভাবে চোখে পড়েছে সকলের। সঞ্জু মান্নার রঙতুলির কাজে ছিল অভিনবত্ব, সায়ন রায়চৌধুরীর কাজ দিয়েও মন ছুঁয়েছে সকলের। পার্থ চক্রবর্তী, রিয়া মণ্ডল, সায়রী মণ্ডল, শুভদীপ দে, মিন্টু সরকার, ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জী, মঞ্জিমা সরকার, মহুয়া দাস, কালোভ্রমর পাল, সুস্মিতা সাহা, তপনতনু দাশগুপ্ত, স্বর্ণালী তালুকদার, সুপ্রিয়া সামন্ত এদেরও ছবি দর্শকের মনে স্থান করে নিয়েছিল। রত্নাবলী দত্তর কাজেও ছিল অভিনবত্ব। বসন্ত কালের রঙীন সন্ধ্যাগুলির এই রঙ তুলির ক্যানভাসের অভিনবত্বের ছোঁয়া আকর্ষিত করেছিল চিত্রপ্রেমীদের।

বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম প্রাচীন সমৃদ্ধ বিদ্যালয় বারুইপুর হাই স্কুলে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান ও ছাত্রদের প্রদর্শনী হয়ে গেল সাড়ম্বরে। বিদ্যালয়ের ব্যাস্ততম সময়ের মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় ও প্রধান শিক্ষক শুভ্রজিত সেনাপতির নেতৃত্বে তিন দিনের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল।

বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদেরে পছন্দসই বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক মডেল করে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রথম ও শেষ দিন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুষ্ঠানে ভরপুর থাকলেও মাঝের দিন ছিল বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন উৎসবের দিন। প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলনী উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের এক ঝাঁক কৃতী প্রাক্তনীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ওই দিনের বারুইপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিমল পাল মহাশয়ের ভিডিও বার্তা স্কুলের প্রত্যেকে বিশেষ নাড়া দিয়ে যায়। স্কুলের সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাঁর আবেদনে উপস্থিত সকলেই আবেগময় হয়ে ওঠেন।

ওই দিনই স্কুলের কৃতী প্রাক্তন ছাত্র তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক কৃষ্ণ কুমার দাস তার বক্তব্যে স্কুল সম্পর্কে আরও যত্নবান হয়ার জন্য সকলের কাছে বিশেষ আহবান জানান। এছাড়াও স্কুলের আর এক প্রাক্তনী তথা বারুইপুরের পুরপিতা শক্তি রায়চৌধুরি ও অতীতের মতো আগামী দিনে স্কুলের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দিয়ে যান।

স্কুলের এমন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মাননীয় স্পিকার বিমান ব্যানার্জী। বারুইপুরের এমন প্রাচীন স্কুলের এমন উদ্যোগে ও তিনি বিশেষ খুশি বলেই জানালেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিন হাজির ছিলেন স্কুলের বিশিষ্ট কৃতী প্রাক্তন ছাত্র তথা কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শুভ্রজিত সেনাপতি একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, স্কুলের পঠন পাঠনের পাশাপাশি ছাত্রদেরকে নিয়ে ভিন্ন স্বাদের এমন অনুষ্ঠান সফল হয়েছে সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ছাত্র ও অবিভাবকদের বিশেষ সহযোগিতায়। স্কুলকে রক্ষা করা ও তার সুনাম বজায় রাখার জন্য আমি আমাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উজাড় করে দিতে এখানে বদ্ধপরিকর। একথা সত্য প্রকৃত প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে মাননীয় সেনাপতি এক অনন্য ভূমিকা পালন করছেন।

স্বল্পদৈর্ঘ ছবিতে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক চেনা ছবি সমাজকে কলুষিত করে চলেছে সেই কবে থেকে। যদিও শিক্ষা সচেতনতায় এখন তার হার অনেক কম। কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয় নি আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি সহ আইনের টালবাহানায়। সেই গল্পটি হলো বধূ নির্যাতন। সুপাত্রের বন্দোবস্তো করতে গিয়ে পণ প্রথা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও বলাই যায় যে পাত্র এবং তার বাড়ির লোকেরা পণ প্রথাকে এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারে নি সে মোটেই সুপাত্র নয়।কিন্তু তবুও সমাজ এগিয়ে চলেছে। বহু সিনেমা বা সিরিয়ালের মাধ্যমেও এখন সচেতনতার পাঠ দিয়ে চলেছে অনেকেই। তেমনই ডেভিড অ্যান্ড বলিয়াত ফিল্মস প্রযোজিত অনিন্দিতা সর্বাধিকারীর লেখা এবং পরিচালিত এক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির শুভ মুক্তি পেল সম্প্রতি ছবির নাম 'এভরি ৬৮ মিনিটস' অর্থাৎ প্রতি ৬৮ মিনিটে এমন এক নির্যাতনের সম্মুখীন হয় বধূরা এবং ঢলে পড়ে মৃত্যুর দিকে। এই সিনেমাটি তৈরি হয়েছে মূলত সমাজকে আরও শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তবে সমাজ কতোটা শিক্ষা নেবে সেটাই দেখার। দেশ জুড়ে বহু সংগঠন রয়েছে যারা এই সব নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। তাদেরকেও সম্মান জানিয়েছেন ছবির কলাকুশলী থেকে প্রযোজক। রিচা শর্মা, টোটা রায়চৌধুরী এবং আদিল হুসেনের সঙ্গে এই ছবিতে দেখা গিয়েছে ভরত কল, লাবণী সরকার, চন্দন সেন, তিতাস দত্ত, অরূপ রতন রায়, কোমল দে, অগ্নিস্নাত সর্বাধিকারী, দেবদৃতা দে এবং অস্মিতা করকে। অতিথি হিসাবে দেখা গিয়েছে পাওলিনি লারা ভৈরে, ফেডারিক অ্যালক্যালডে, মালবিকা বাসওয়ানি, জুর্গেন থমাস স্ক্রড, শৈবাল দে, উরায় উরা, ল্যামিয়া অ্যালক্যালডেকে। ভাবনা লাল ভাটিয়া এবং ইমরান জাকি। আবহ সঙ্গীত বিক্রম ঘোষ। মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিংহের লেখা গান গেয়েছেন উজ্জয়িনি মুখার্জী। সম্পাদনায় অর্ঘ্য কমল মিত্র।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

সম্প্রতি দীপান্তর ছবির শ্যুটিংয়ে পাওয়া গেল অভিনেতা রাজেশ শর্মাকে। সঙ্গে ছিলেন ছবির প্রজোযোক নিজাম হাসমি, পরিচালক পলাশ বৈরাগী ও ছবির অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

রঞ্জি জয়ের শেষ ল্যাপে টিম বাংলা

অরিঞ্জয় মিত্র

দীর্ঘদিন পর রঞ্জি ফাইনালে পৌঁছল বাংলা। অনেকটা ভারতীয় দলের মতো যেন এগোচ্ছে টিম বাংলার ক্রিকেট টিম। এককালে টিম ইন্ডিয়ার মতো বাংলাও ছিল ব্যাটিং নির্ভর দল। অরুণলাল, অশোক মালহোত্রা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, রাজা ভেঙ্কটরা মূলত ব্যাটিং নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দত্তাত্রেয় মুখোপাধ্যায়, সাগরময় সেনশর্মারা বোলিং বিভাগে সেভাবে দাগ কাটতে পারেন নি সেভাবে। অথচ এখনকার বাংলা দল দেখাচ্ছে বোলিং অ্যাকশনের জোরে কিভাবে বিপক্ষকে দুমরে মুচড়ে দেওয়া যায়।

তাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তিন মূর্তি। ঈশান পোড়েল, মুকেশ কুমার ও আকাশদীপের ত্রিফলা ইতিমধ্যেই একের পর এক দলকে হারিয়ে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছে বাংলাকে। বিশেষ করে কর্ণাটকের সঙ্গে সেমিফাইনালে যেভাবে কে এল রাহুল, মনীশ পাণ্ডে, করুণ নায়ারদের মতো তারকা ব্যাটিং লাইন আপকে বেঙ্গল এক্সপ্রেস উড়িয়ে দিয়েছে তাতে ফাইনালে অনেকেই বাজি ধরছেন বাংলার পক্ষে। গুজরাতকে হারিয়ে অন্য দিকে ফাইনালে পৌঁছেছে সৌরাষ্ট্র। বাংলার লড়াই আরও কঠিন যেহেতু বিপক্ষের মাটিতে হতে চলেছে ফাইনাল।

তার ওপর গুজরাট বধে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে আরও এক তারকা পেসার জয়দেব উনাদকারকে। প্রসঙ্গত, আইপিএল মাতানো এই পেসারটি কলকাতা নাইট রাইড রাইডার্সের হয়েও দাপিয়ে বোলিং করেছেন। এমতাবস্থায় জয়দেব উনাদকরের পেস সামলানো যেমন বাংলার ব্যাটিং লাইন আপের বড় চ্যালেঞ্জ, তেমনই ভারতীয় টেস্ট টিমের স্তম্ভ চেতেশ্বর পূজারাকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখানোও বিশাল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার পেসারদের লক্ষ্যই হবে যাতে কোনওভাবেই পূজারা ক্রিজে সেট হতে না পারেন। কারণ, একবার জমে গেলে তার পক্ষে সেঞ্চুরি বা ডবল সেঞ্চুরি হাঁকানো সময়ের অপেক্ষা।

একটা সময় রাহুল দ্রাবিড়ের ওপর যেমন নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ বর্তমানে চেতেশ্বর পূজারার মধ্যে নব্য রাহুলকেই যেন আবিষ্কার করছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলত যেটা দাঁড়াল দীর্ঘদিন পর ফাইনালে উঠে বাংলার সামনে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক বিপক্ষের মাটিতে অজানা পরিবেশে নামা, দুই চেতেশ্বর পূজারার মতো বড় মাপের ব্যাটসম্যান এবং তিন হল জয়দেব উনাদকারকে সামালানো। যদিও এর বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি সাজানো যায়। তা হল নিজেদের মাটিতে বাংলার থেকেও হোম টিম সৌরাষ্ট্রই হয়তো বেশি চাপে থাকবে। তার পাশাপাশি ঋদ্ধিমান সাহার অন্তর্ভুক্তিও নির্ভরযোগ্যতা জোগাচ্ছে বাংলাকে। ঋদ্ধির মতো বড় মাপের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান যে কোনও দলের গর্ব। তার ওপর ভারতীয় দলে খেলার সুবাদে পূজারা বা জয়দেবদের দুর্বলতা সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল তিনি। এই ব্যাপারে অবশ্য এই বাংলা টিমে অনেকেই অভিজ্ঞ।

নিয়মিত আইপিএল খেলার সুবাদে শ্রীবৎস গোস্বামীরাও মোটেই অনভিজ্ঞ নন। দেশের সবরকম মাঠের অনুকূল–প্রতিকূল পরিবেশ তাদের নখদর্পণে। বিপক্ষের জারিজুরি জানতে তাই বাংলা ম্যানেজমেন্টকে অন্ধকারে হাতড়াতে হচ্ছে না। শেল্ডন জ্যাকসন ও অর্পিত বাসবদা'র ব্যাটিং নিয়েও শেষ মুহূর্তের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত বাংলার পেস ত্রয়ী। মুকেশের কথায়, টিভিতে বারবার ওদের ব্যাটিংয়ের হাইলাইটস দেখেছি। চেষ্টা করব ঠিক ফাঁকফোকর বের করতে। ঈশান পোড়েল আবার একটা সময় চেতেশ্বর পূজারার সঙ্গে খেলেছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতারও দাম দিচ্ছে বাংলা ব্রিগেড।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কোচবিহার শহরের এক ১ নং ওয়ার্ডের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সর্বমঙ্গলা নারী কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনার স্কুলে রবিবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সর্বমঙ্গলা নারী কল্যাণ সমিতি ১ নম্বর ওয়ার্ড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা চন্দনা মোহন্ত বলেন, তাদের এই নারী কল্যাণ সমিতি সর্বদা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। সেইসাথে দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকার বার্তা তারা দেন। সেই ব্যর্থতাকেই সামনে রেখে রবিবার তারা প্রায় ৫০ জন দুস্থ মানুষকে বস্ত্র দান করলেন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটু অন্যভাবে আজকের দিনটি পালনের লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার এর মধ্যেও রয়েছে নতুনত্ব যেহেতু সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই মহিলাদের নিয়ে তাই পুরস্কার স্বরূপ রয়েছে প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ ফুলের ডালি ইত্যাদি।

চন্দননগরে ভেটারেন্স বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার ১ মার্চ পঁচিশতম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। জেলা তো বটেই, বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রবীণ মহিলা, পুরুষ প্রতিযোগীরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ভেটারেন্স স্পোর্টসবিদরাও অংশ নেন। যেমন শিখা ঘোষ, রবি দাস, মঞ্জু দাস, সরিতা মিত্র, অমিত সরকার, নির্মল সরকার, পদ্মা দাস, নিপা বিশ্বাস। এছাড়া ৮৩ বছরের কলকাতা এন্টালির ম্যারাথনে অংশ নেওয়া মনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো প্রতিযোগীরা এদিন চন্দননগর আজাদ সংঘের ফুটবল মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এতে ২০০ জন প্রতিযোগীর সংখ্যা ও ৭০টি ইভেন্ট ছিল। এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট জালিম সিংহ রায়। পাশাপাশি বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী, চন্দননগরের মহকুমা শাসক মৌমিতা সাহা, কালচারাল সেক্রেটারি কাবেরী সিংহ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলার শোভন মুখার্জী, নিশিথ সিংহ রায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তপন কুমার ব্যানার্জী প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদক অসীম কুমার নিয়োগী বলেন, প্রতি বছরের মতো দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমরা এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত করে চলেছি। যাঁরা খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বা বিভিন্ন রকম শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে এদিন সেই সমস্ত প্রতিযোগীরা বিভিন্ন জেলা থেকে চোখে পড়ার মতো অংশগ্রহণকারীরা আসেন। যেমন দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বনগাঁ, কলকাতা, যাদবপুর, বাঘাযতীন, নদিয়া, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান থেকে প্রবীণ নাগরিকরা এসেছিলেন। এদিন চন্দননগর আজাদ সংঘের ফুটবল মাঠে সারাদিন উপস্থিত থেকে দর্শকরা ভেটারেন্স প্রতিযোগীদের দৌড়ে উৎসাহিত ও প্রেরণা দেন।

অ্যাথলেটিক্সে মায়ের কোচিংয়ে দৌড়াচ্ছেন মেয়ে

মলয় সুর : একসময় তারকা ইরানি ফুটবলার জামশিদ নাসিরি আশির দশকে ইস্টবেঙ্গলে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। বাবার কোচিংয়ে ছেলে কিয়ান নাসিরি তৈরি হয়। বর্তমানে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ কিবু বিকুনিয়ার হাতে ১৯ বছরের কিয়ান নাসিরি সিনিয়র বাগান দলে রয়েছেন। জামশিদ পাকাপাকিভাবে কলকাতার পার্ক সার্কাসে সংসার পেতে রয়েছেন। কিন্তু ঝাড়গ্রামে মা ভবানী মাহাতো এবং তাঁর বড় মেয়ে মুকুল বালা মাহাতো দু'জনেই স্পোর্টসে দৌড়বিদ হয়ে রয়েছেন। আবার মেয়েকে কোচিং করাচ্ছেন। এমন নজির ছিল না। ভবানী মাহাতোর বয়স ৭০ বছর আর মেয়ে মুকুলবালা ৪৩ বছরের। ভবানীর দুই মেয়ে এক ছেলে, নাতি বৌমা আছে।

এক ছেলে রজত চাষবাস ও ট্রাক্টর চালায়। বড় মেয়ে মুকুলের দুই ছেলে। ভবানীর স্বামী সতীশ মাহাতো বিডিও অফিসে চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার হয়ে ঘরে রয়েছেন। রবিবার দুপুরের রোদ গায়ে মেসে চন্দননগর আজাদ সংঘের ক্লাবের ফুযবল মাঠে গিয়ে দেখা গেল চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোর্টস মিটে অংশ

নিতে আসা ঝাড়গ্রামের সেবায়তন গ্রামের আদিবাসী মহিলা পরিবারের মা ও মেয়ে। ভবানী বলছিলেন, বড় মেয়ে মুকুলবালা বিয়ের পরই ঝাড়গ্রাম এলাকার বিভিন্ন জায়গায় স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতো। ও দারুণ দৌড়ত আর প্রাইজ জিতে নিয়ে আসতো। কিন্তু আদিবাসী সমাজে অল্প বয়সেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর দুজনেই নতুনভাবে দৌড় শুরু করে। আদিবাসী ভবানী সাদামাঠা একজন গৃহবধূ। ঝাড়গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে সেবায়তন গ্রামে আদিবাসী পরিবারের মহিলাদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এদিন পূরণ হল। কলকাতা বা তার মহফস্বল শহরে কোনওদিন ভেটারেন্স স্পোর্টসে অংশগ্রহণের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এবার সেটাই পূরণ হল।

অবশ্য মুকুলের স্বামী তুলসীর যথেষ্ট প্রেরণা রয়েছে। সে কনট্রাকটরের আওতায় কাজ করে। তাদের ইভেন্ট ছিল হাঁটা, বলথ্রো, ডিসকাস। মুকুলবালা বলছিলেন, আসলে কলকাতায় আমাদের থাকার কোনও জায়গা নেই। তাই আসাটা আমাদের কাছে খুবই কষ্টকর। এতদূর থেকে যাতায়াত করাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, রাত তিনটেয় সেবায়তন গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৫ কিলোমিটার দূরে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে আসি। সেখান থেকে ট্রেন ধরে খড়্গপুর তারপর হাওড়া আসি। এরপর লোকাল ট্রেনে চন্দননগর। মাঠেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্পোর্টস শেষ হলে আবার একইভাবে ট্রেন, বাস চড়ে ঝাড়গ্রামের সেবায়তন ফিরতে রাত সাড়ে বারোটা, এত ক্লান্তির জন্যই আমরা ভাল পারফর্ম করতে পারিনি। তবুও ভবানী হাঁটাতে তৃতীয় স্থান, মেয়ে মুকুল ডিসকাসে তৃতীয় হন। এমনকি এরই পাশাপাশি সতীশ মাহাতোও প্রাইজ পান।

অবশ্য এমন কষ্ট করতে কোনও আপত্তি নেই। কারণ এই ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সকে আঁকড়ে ধরে তাঁরা জীবন বদলাতে চাইছে। তাদের গ্রামে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সংসার সামলাতে তাকে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সারাজীবন প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আদিবাসী মেয়েদের সত্যিই অন্য স্বপ্ন দেখাচ্ছে ঝাড়গ্রামের সেবায়তন গ্রামের মাহাতো পরিবার।

সুব্রত ভট্টাচার্য ফ্যান ক্লাব জন্মদিন পালন করল বাবলুদার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরে সুব্রত ভট্টাচার্যের বাড়ির কাছেই গান্ধিনগর মাঠে ৩ মার্চ মঙ্গলবার সকাল থেকে সুব্রত ভট্টাচার্য ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে বেলুন উড়িয়ে, কেক কেটে, শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সাড়ম্বরে সুব্রতর (৬৪তম) জন্মদিন পালিত হল। এদিন খেলার মাঠে চাঁদের হাট বসেছিল। হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান ফুটবল প্রশিক্ষক মুরারী সুর, প্রাক্তন কোচ সুভাষ ভৌমিক, মিহির বসু, উলগানাথন, কম্পটন দত্ত, জামশিদ নাসিরি, ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অরুণ ব্যানার্জী, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রমুখরা। সুব্রত ভট্টাচার্য ফ্যান ক্লাবের সম্পাদক পবিত্র দে বলেন, খেলার মাধ্যমে যেমন সমাজকে কলুষমুক্ত করা যায়, তেমনি কিশোর ফুটবলারদের একত্রিত করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ করা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ফুটবলার তৈরি করা যায়।

সংস্থার কোচিং ক্যাম্পে প্রাক্তন ফুটবলার জগদীশ ঘোষ প্রশিক্ষকের ভূমিকায় রয়েছেন। পাশাপাশি ১৬ দলীয় অনূর্দ্ধ ১৪ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে নদিয়ার শান্তিপুর সবুজ সংঘ ক্লাব ১ গোলে শ্যামনগর যুগের প্রতীক ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবে সুব্রত ১৭ বছর চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দেবান্দী ও পবিত্র বেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাওড়ার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী দেবান্দী উত্তর পাড়ার অশোক বেরা। তাঁর পুত্র ৯ বছর বয়সী পবিত্র বেরা শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডাক্তারী মতানুসারে ষাট শতাংশ প্রতিবন্ধী। পায়ের সমস্যার জন্য ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারে না। পিতামাতা তার শারীরিক ভাবে সুস্থ হওয়ার বিষয়টা নিয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কিশোর পবিত্র বেরা হাল ছাড়েনি। হতাশ হয়নি। স্থানীয় এলাকায় বসবাস করেন যোগাসন শিক্ষক গোবর্ধন দে। পবিত্র বেরা তার এক প্রতিবেশির মাধ্যমে গোবর্ধন বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। গোবর্ধন বাবু প্রতিবন্ধী কিশোর পবিত্রর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সম্মান জানিয়ে যোগাসনে তালিম দিতে থাকেন। তারপর খুলে যায় পবিত্রের উন্নতির সোপান। গোবর্ধন বাবুর আনুকূল্যে এলাকার একটি যোগাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হন। ওই কেন্দ্রে যোগাসনের বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করে শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করাই নয়, উপরন্তু জাতীয় স্তরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী কিশোর পবিত্র শুধুমাত্র আমতা–১ ব্লকের মুখ উজ্জ্বল করে নি, মোট ৫৯১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।এখন দেখার বিষয় প্রতিবন্ধী কিশোর পবিত্র বেরা–কে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার যথাযথ সহায়তা প্রদান করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে পারে কি না।

পবিত্রর মতো এমন অনেককেই নিয়েই মাঝেমধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠে মিডিয়াকূল। তাদের অসুবিধার কথা, নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে লড়াই চালানোর কথা সব কিছুই তুলে ধরা হয় টানা কয়েকদিন ধরে। তারপর দেখা যায় সব ভোঁভাঁ। অর্থাৎ, ওই খেলোয়াড়টি সত্যি কোনও সুযোগ সুবিধা পেল কিনা, প্রতিকূলতা কাটাতে পারল কিনা তা নিয়ে আর কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয় না। যাকে বলে ফলো আপ করা সেই জিনিসটাই পুরো ব্রাত্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থা থেকে কিভাবে পবিত্রদের স্পট আউট করতে হয় সেই ব্যাপারে এখন থেকেই ভাবতে হবে সমগ্র ক্রীড়ামহলকে।

খেলাধুলার জগত বলতেই তাই শুধুমাত্র ধনীর জগত না ভেবে নিজেদের পরিধিটা বাড়ালেই লক্ষ্য করবেন কত ধরনের খেলা আপনার–আমার কাছাকাছি গুমরে আছে। শুধুমাত্র একটু তুলে ধরার অপেক্ষা। তবে গিয়েই দেখা যাবে সেই খেলার দ্যুতিতে আলোকিত হচ্ছে চারপাশ। পথের ধারের নাম না জানা ফুল অনেক সময়ই বর্ণালী করে তোলে পুষ্পস্তবককে। সেরকমই অবহেলিত খেলার দ্যুতিও ক্রীড়ামোদীদের মাতিয়ে তুলতে পারে অচিরেই। এই সব খেলার মধ্যে শুধু যে সব আউটডোর গেমস তা নয়। বেশ কিছু ইন্ডোর গেমসও আছে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। সেই ইন্ডোর গেমসের দিকে তাই এখন থেকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ক্রীড়া প্রশাসক থেকে দেশের সরকারের। তবে গিয়েই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে খেলাধুলার। খেলার দুনিয়ার এই ব্যপ্তি তাই বিশেষ জরুরি। এর সঙ্গে পুরো দেশের বিকাশ সম্পর্কিত। কে না জানে খেলাধুলার মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব মহলেরই টনক নড়া দরকার। কতিপেয় মানুষের চাহিদা মানে খালি দু–একটি খেলার পিছনে ধুয়ো না তুলে নানা ধরনের খেলার সর্বজনীন উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক।

ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮–১০ টি দেশের খেলা। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে। হালফিলে অবশ্য কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন। এভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটাঃ এম এল এ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল দিনহাটায়। দিনহাটা শহরের সংহতি ময়দানে ১২ দিন ব্যাপী এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা হল বুধবার। এদিন এই এম এল এ কাপের সূচনা অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটার বিধায়ক তথা রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ। এছাড়াও এদিনের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটার মহকুমা শাসক শেখ আনসার আহমেদ, দিনহাটা পুরসভার উপ পুরপ্রধান শুভময় চক্রবর্তী, কাউন্সিলর অসীম নন্দী, কাউন্সিলর সুব্রত বক্সী, শক্তি অধিকারী, তৃণমূল নেতা বিশু ধর, বিশ্বনাথ দে আমিন, দিনহাটা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকারী সভানেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য ,আয়োজকদের পক্ষে দীপ্তিমান দেব সহ আরো অনেকে। এই এম এল এ কাপের আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, মোট ১২ টি ক্রিকেট দল এই টুর্নামেন্টে শুধু কোচবিহার ও দিনহাটারই ক্রিকেট দল নয় পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার , তুফানগঞ্জ এমনকি শিলিগুড়ি ও কলকাতার ক্রিকেট দল এই টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত গ্রুপ পর্যায়ের খেলা গুলি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এদিনের এই এম এল এ কাপের টুর্ণামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা দুটি দলের খেলোয়াড়দের সাথে সৌজন্য পর্ব সারেন। এরপর ব্যাট হাতে নিয়ে খেলতে দেখা যায় বিধায়ক উদয়ন গুহ এবং মহকুমা শাসক শেখ আনসার আহমেদ কে। এদিকে প্রথম দিনের এম এল এ কাপের টুর্নামেন্টে কোচবিহার ঘোষ পাড়া ইয়ুথ ক্লাবের সাথে তীব্র ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দিনহাটা ক্লাব। প্রথম দিনের এম এল এ কাপের খেলা দেখতে মাঠে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের ভিড় উপচে পড়ে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9830294992 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com